চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 May, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ মে ২০২০ ইং ■ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

একান্তবাসের নিয়ম ভঙ্গকারীদের জন্য করোনা কারাগার স্থাপনের চিন্তাভাবনা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। করোনা-কারাগার স্থাপনের চিন্তাভাবনা করছে ত্রিপুরা সরকার। কারণ, বহিঃ রাজ্য থেকে প্রচুর ত্রিপুরার নাগরিক রাজ্যে ফিরছেন। তাঁদের বাড়িতে একান্তবাসে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু, একান্তবাসে থাকাকালীন সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে বাইরে ঘোরাফেরা করলে কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। সে মোতাবেক নিয়ম ভঙ্গকারীদের জন্য বিশেষ কারাগার স্থাপনের চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার।

এ-বিষয়ে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বৈঠকে আরও করোনা কেয়ার সেন্টার স্থাপন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কারণ, বিশেষ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার জন্যই এই চিন্তাভাবনা হচ্ছে। তিনি বলেন, বহিঃরাজ্য থেকে যাঁরা আসছেন তাঁদের প্রতি পাঁচজনে এক জনের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি, তাঁদের অধিকাংশকে বাড়িতে একান্তবাসে থাকতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা চাইছেন, বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের পাশাপাশি তাঁদের বাড়ির সকলকে একান্তবাসে রাখা হোক। সে-ক্ষেত্রে এলাকাবাসী তাঁদের প্রতি সন্দেহমূলক আচরণ না করুন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একান্তবাসে রয়েছেন এমন কাউকে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বিধান রয়েছে। সে-ক্ষেত্রে তাঁকে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, তাঁকে থানায় রাখা যাবে না। তাই করোনা-কারাগার স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে। জেলাস্তরেও এ-ধরনের কারাগার স্থাপন করা হবে।

সংক্রমণের উৎস সন্ধানে সাধারণ প্রশাসন ও বিএসএফের সাথে বৈঠক সম্পন্ন

করোনা ঃ আজ ধলাই জেলায় সরেজমিনে অনুসন্ধান করবে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। ত্রিপুরায় করোনা-র উৎস সন্ধানে আগামীকাল শনিবার ধলাই জেলায় সরেজমিনে অনুসন্ধান করবে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল। তাঁরা আগামীকাল সকালে আগরতলা থেকে ধলাই-এর উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, আজ দিনভর ওই বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা ত্রিপুরার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন এবং বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের পদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছেন।

এদিকে, করোনা মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক। ত্রিপুরা সফরে এসে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল এভাবেই রাজ্য সরকারের পিঠ চাপড়েছে। মূলত, ত্রিপুরায় করোনা-র উৎসের খুঁজে কেন্দ্রের নির্দেশে শিলং থেকে বিশেষজ্ঞ দল গতকাল এসেছে।

শুক্রবার আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল ঘুরে দেখেন বিশেষজ্ঞ টিম। ছবি নিজস্ব।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে অবস্থিত 'নর্থইস্টার্ন ইন্দিরা গান্ধী রিজিওনাল হেল অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স' (নেইগ্রিমস) থেকে এই দল এসেছে। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. জি কে মেধির নেতৃত্বে দল ত্রিপুরা সফর করছে। দলের অন্য সদস্যরা যথাক্রমে নেইগ্রিমস-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১,০০০টি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে ১১.৫ লক্ষ পরিযায়ীকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ঃ রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.)।। বিগত ১৫ দিনে ১০০০টি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে ১১.৫ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল টুইট করে জানিয়েছেন, সমস্ত ট্রেনের মধ্যে ৭৫ শতাংশ উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের জন্য চালানো হয়েছে। রেলমন্ত্রীর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ড সরকার শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের অনুমতি দিচ্ছে না, তাই শ্রমিকরা বাড়ি থেকে অনেক দূরে কষ্ট পাচ্ছেন।

রেলমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রেলের মাধ্যমে শ্রমিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত ১০০০ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। গতকাল ১৪৫ ট্রেনের মাধ্যমে শ্রমিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ট্রেনের মধ্যে ৭৫ শতাংশ উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের জন্য চালানো হয়েছে। রেলমন্ত্রী অপর একটি টুইট লিখেছেন, প্রতিদিন ৩০০ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে শ্রমিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে রেল, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ হয় কিছু রাজ্য, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ড সরকার শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের অনুমতি দিচ্ছে না, তাই শ্রমিকরা বাড়ি থেকে অনেক দূরে কষ্ট পাচ্ছেন।

মাস্ক না পরে বের হওয়ায় বহু লোককে জরিমানা আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একাধিক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহার করা। কিন্তু এখনো একাংশ মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছে না। তাদের বিরুদ্ধে শুক্রবার ফের একবার অভিযানে নামে সদর মহকুমা প্রশাসন।

সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই দিন রাজধানীর মেলার মাঠ, বটতলা সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালানো হয়। যে সকল ব্যক্তি এদিন মাস্ক ছাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তাদেরকে মহাকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। আবার যে সকল ব্যক্তি মাস্ক সাথে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে কিন্তু মুখে লাগায় নি তাদেরকেও এদিন মহাকুমা প্রশাসনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে আটক ত্রিপুরার দুই নাগরিক করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। মহারাষ্ট্রে আটক ত্রিপুরার দুই নাগরিকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে ছয় জনকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা সকলেই ত্রিপুরায় ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেন আপাতত স্থগিত করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্য সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি বলেন, বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কর্ণাটক থেকে একটি ট্রেন ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে রাজ্যে এসেছে। আজ আরেকটি ট্রেন কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে। তাঁর কথায়, মহারাষ্ট্র থেকেও ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন বাস এবং বেসরকারি গাড়িতে ত্রিপুরার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন।

তাঁর দাবি, মুম্বাই থেকে ট্রেন ত্রিপুরার জন্য ছাড়বে বলে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এক্ষেত্রে যাঁরা পুণেতে রয়েছেন তাঁদের মুম্বাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ট্রেন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, মহারাষ্ট্র থেকে ১৩৩৮ জন ত্রিপুরার নাগরিককে নিয়ে আগামী ১৬ কিংবা ১৭ মে ট্রেন রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে রাজ্যের ২ নাগরিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ফলে তাঁদের সংস্পৃষ্ট আরও ছয়জনকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মহারাষ্ট্র সরকার এখন কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ট্রেনে যাঁরা ত্রিপুরায় ফিরবেন তাঁদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। এর পরই ট্রেন কবে ছাড়বে তা স্থির করবে মহারাষ্ট্র সরকার।

এবছর রাজ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ঃ স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। করোনা-র প্রকোপের মাঝেই ত্রিপুরাবাসীর জন্য সুখবর। সম্ভবত, এবছর ম্যালেরিয়া-র প্রকোপ থেকে নিস্তার পাবেন গিরীবাসী। কারণ, মার্চ এবং এপ্রিল দুই মাসে ম্যালেরিয়ায় ৯৬ আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। অন্যান্য বছর এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০০০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে, ত্রিপুরা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, বলা যেতেই পারে।

পতঙ্গবাহী রোগ প্রতিরোধ দফতরের পদস্থ আধিকারিকের কথায়, করোনা-র প্রকোপেও ম্যালেরিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর যথেষ্ট সজাগ এবং যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, মার্চ মাসে ৪৯টি এবং এপ্রিল মাসে ৪৭টি ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তবে, তারা সকলেই চিকিৎসা সাড়া দিচ্ছেন এবং তাদের শারীরিক স্থিতিশীল বলেই খবর মিলেছে। তাঁর দাবি, ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই ধলাই জেলার বাসিন্দা। কয়েকজন গোমতী জেলার বাসিন্দাও রয়েছেন, যাঁরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ওই আধিকারিকের কথায়, ত্রিপুরায় পাহাড়ি জনপদে ম্যালেরিয়ার থাবা প্রতিবছর লক্ষ্য করা গিয়েছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ত্রিপুরায় মৃত্যু মিছিলের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু, সম্প্রতি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমতে শুরু করেছে। এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, গত বছর ১৩ হাজার মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, শুধু একজনের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়েছিল।

তিনি বলেন, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য মেডিকেটেড মশারি বিলি করা হচ্ছে। অতীতেও এ-ধরনের মশারি বিলি করা হয়েছে। মূলত, পাহাড়ি জনপদে বসবাসকারীদের ওই মশারি দেওয়া হয়। তাতে, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কমেছে। তাঁর দাবি, ধলাই জেলায় সাড়ে ৯ লক্ষ মেডিকেটেড মশারি বিলি করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানেও প্রয়োজন অনুসারে মশারি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, লকডাউন-এ ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পর্যাপ্ত মশারি পৌছানো সম্ভব হয়নি। তবে, কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করা হবে, জানান তিনি।পতঙ্গবাহী রোগ প্রতিরোধ দফতরের ওই আধিকারিকের কথায়, আশা এবং এমপিডব্লিউ কর্মীরা ইতিমধ্যে বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছেন। করোনা-র প্রকোপে নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেই সকলের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজ জোর কদমে চলছে। সার্বিক দিক দিয়ে ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের খুব কাছাকাছি পৌছানো সম্ভব হয়েছে, দাবি করেন তিনি।

দুই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। শ্রীনগর থানা এলাকার আনন্দ নগরের ৫ নং পাড়ায় দুটি লরির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষের ফলে দুটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন। শুক্রবার সকালে শ্রীনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে শ্রীনগর থানার পুলিশ। স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন এই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন চলাচল করছে। এর ফলে প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটে।

সংস্কার নেই, মরণ ফাঁদে পরিণত বাইপাস, ঝুঁকিতে চলছে গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। খয়েরপুর থেকে আমতলি যাওয়ার বাইপাস রাস্তাটির অবস্থা বেহাল। দীর্ঘ প্রায় ৯ মাস যাবৎ রাস্তাটির বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয়েছে খানাখন্দ। জায়গায় জায়গায় রাস্তার পিচ উঠে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় দিনের বেলায় কোন ক্রমে যান বাহন চলাচল করলেও দিনের আলো পড়তেই বিদপজনক অবস্থায় পরিণত হয় রাস্তাটি।

এই অবস্থায় বাইপাশ রাস্তাটি সংস্কার করার দাবি উঠেছে। আগরতলা শহর লাগোয়া এই বাইপাশ সড়ক দিয়ে নিত্যদিন বহু যানবাহন চলাচল করে। এই জায়গায় রাস্তাটি সঠিক ভাবে মেরামতি না করলে সমস্যা আরও বাড়বে বলে অভিমত যান চালক ও স্থানীয়দের।

পূর্ব চাম্পামুড়া থেকে শুরু আগরতলা রেল ষ্টেশনের স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা আরো করুন। এই পথ দিয়ে যান নিয়ে চলাচল করতে গিয়ে ব্যপক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ চালকদের।

একই স্কুলে দুই দুইবার নিশিকুটুম্বদের হানা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। একই স্কুলে দুই দুইবার নিশিকুটুম্বদের হানা। স্কুলের তালা ভেঙ্গে চুরি করে নিয়ে যায় সামগ্রী। শুক্রবার এই ঘটনা ফের একবার সামনে আসে। ঘটনা শ্রীনগর থানাধীন শ্যামাপ্রসাদ বিদ্যানিকেতন স্কুলে। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। গতানুগতিক ভাবে বিষয়টি দেখে যায় পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান স্কুলের তালা ভেঙ্গে চোরেরা সামগ্রী , বাসনপত্র ও একটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে গেছে। লক ডাউনের কারণে বর্তমানে স্কুল বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে একের পর এক চুরির কান্ড সংগঠিত হচ্ছে স্কুলে। আরো অভিযোগ স্কুলে নেই কোন বাউন্ডারি ওয়াল। নেই নৈশ প্রহরী। শ্রীনগর থানার পুলিশ জানান ঘটনার তদন্ত চলছে। নৈশ প্রহরী টহল দিচ্ছে। নির্জন এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড ভ্যাকসিন তৈরির বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে বিল গেটসের সাথে আলোচনা মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.)।। করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়তে থাকায় রীতিমতো ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব। ভারতেও বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। করোনা-সঙ্কটের মধ্যেই প্রতিদিনই বিশ্বের বহু বিশিষ্টদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার বৃহস্পতিবার রাতে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত মাইক্রোসফটের কর্তা বিল গেটসের সঙ্গে জরুরি আলোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভিডিও কনফারেন্সে দু'জনের আলোচনায় উঠে এল একাধিক বিষয়। প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন, কোভিড ভ্যাকসিনের গবেষণা ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী হতে পারে। করোনা ঠেকাতে যে কোনও লড়াই লড়তে ভারত যে প্রস্তুত সেটাও আলোচনায় স্পষ্ট করে দেন প্রধানমন্ত্রী

প্রসঙ্গত, কোভিড ভ্যাকসিন তৈরির কাজে সক্রিয় ভূমিকা

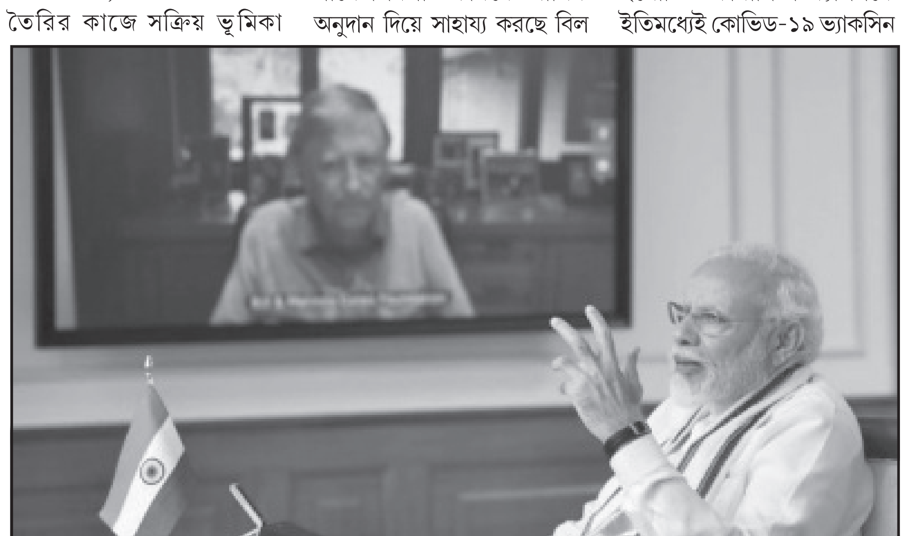

বিল গেটস এর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-ট্যুইটার।

নিয়েছে বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। বিভিন্ন বায়োটেক ও সায়েন্স রিসার্চ ফার্মকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করছে বিল গেটসের ফাউন্ডেশন। পেনসিলভানিয়ার বায়োটেক ফার্ম ইনোভিও ফার্মাসিউটিক্যালসকে ইতিমধ্যেই কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গবেষণার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা অনুদান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খেলার সময় গলায় ফাঁস লেগে বালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫মে।। নিজের বাড়িতে খেলতে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বালকের। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানিপুর গ্রামে। মৃত বালকের নাম অর্ঘ্য দাস (১০)। বাবা নেপাল দাস পেশায় গাড়ি চালক।

মৃতের মামা জানিয়েছেন, অর্ঘ্য আজ (শুক্রবার) নিজের ঘরে একা খেলা করছিলো। লকডাউন চলার কারণে তার বাবা গাড়ি চালাতে যান না। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতেই রয়েছেন। সকালে তিনি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। ওই বালকের মা বাড়িতে গৃহস্থালির কাজ করছিলেন। খেলার সময় কখন অর্ঘ্যের গলায় ফাঁস লেগে যায় তা কেউ আঁচ করতে পারেননি। তার মা ঘরে গিয়ে দেখেন ছেলের

তেলিয়ামুড়া

গলায় ফাঁস লেগে আছে। ছেলেকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখে তিনি চিৎকার শুরু করেন। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন।

অর্ঘ্যের মামা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তার বাবা নদী থেকে ছুটে আসেন। গলায় ফাঁস লেগে ছেলের মৃত্যুতে মা-বাবা দুজনেই শোকে পাথর হয়ে গেছেন। হৃদয়বিদারক ওই ঘটনায় মহারানিপুর এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২১৪ ◻ ১৬ মে ২০২০ ইং ◻২জ্যৈষ্ঠ◻ শনিবার ◻১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অভাবক্লিষ্ট জনপদ

এইবার গ্রাম পাহাড়ের দুঃস্থ গরীব অনাহারক্লিষ্ট মানুষের কাছে প্রশাসনকে নিয়া যাইতে হইবে। করোনার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সংগ্রাম জারী থাকিবে কিন্তু তাই বলিয়া গ্রাম পাহাড়ে যেখানে গরীব মানুষরা অনাহারে আছেন, কাজ নাই খাদ্য নাই অবস্থা সেখানেও যুদ্ধকালীন তৎপরতা প্রশানকে সক্রিয় হইতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন কয়েকদিন যাবৎই এই প্যাকেজের বিস্তারিত জানাইতে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া চলিয়াছেন। এই প্যাকেজের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে পৌঁছাইতে আরও সময় লাগিবে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছিয়া যাইবে এমন বলা যাইবে না। এই মুহুর্তে, প্রতিটি রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের হতদরিদ্র মানুষের কাছে সরকারী সাহায্য পৌঁছাইতে হইবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হইবে। লকডাউনের কল্যাণে বহু সমস্যা জন্ম দিয়াছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা, বহিঃরাজ্যে আটক আছেন তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যে পৌঁছানো ইত্যাদি। রাজ্যে রাজ্যে আটকা পড়া মানুষদের বাড়ীঘরে পৌঁছানোর কাজ চলিতেছে। এইসব নিরসনে ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে তৎপরতা দেখাইয়াছেন। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাইবে। কিন্তু, সবচাইতে জরুরী গ্রাম পাহাড়ে গরীব মানুষদের কাছে যাওয়া। তাহাদের ত্রাণ সাহায্য সহ কাজের ব্যবস্থা করা। রুটি রুজির ব্যবস্থা তো এখন নাই বলিলেই চলে। এমন গ্রাম পাহাড় আছে যেখানে সামান্যও ত্রাণ সাহায্য পৌঁছায় নাই। পরিস্থিতি এমন যে অনাহারের কবলে পড়ার সম্ভাবনা বাড়িতেছে।

অভাবের তাড়ানায় গ্রামীণ অভাবক্লিষ্ট এলাকায় অনেক উপজাতি পরিবার রেশ কার্ড বন্ধক দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। লকডাউনের কারণেই গ্রামীণ এলাকায় পরিস্থিতি ভয়ানক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত অশ্বিনী ত্রিপুরা পাড়ার কয়েকটি উপজাতি পরিবার পেটের তাগিদে রেশনকার্ড বন্ধক দিয়াছেন। রেশন কার্ড যাহারা বন্ধক দিয়াছেন তাহারা হইলেন রামকুমার ত্রিপুরা, বিদ্যামোহন ত্রিপুরা, কাঁচাধন ত্রিপুরা, মনোরঞ্জন ত্রিপুরা ও ব্রজমোহন ত্রিপুরা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকাররের বক্তব্য পাওয়া যায় নাই। তবে, ইহা স্বীকার্য্য যে লকডাউনের কারণে রাজ্যের অর্থনীতি তো একেবারে তছনছ হইয়াছে। সেখানে তো তেমন কোনও পদক্ষেপ নাই। কারণ প্রশাসন করোনা নিয়াই ব্যতিব্যস্ত। প্রশাসন ব্যস্ত রহিয়াছে বহির্রাজ্যে আটকা পড়া মানুষকে ফিরাইয়া আনিতে। কিন্তু, গ্রাম ত্রিপুরার অভাবক্লিষ্ট এলাকা অগ্রাধিকারের তালিকাতেই তো থাকিবার কথা। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তরা ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। ইহা আশার কথা। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়াছেন অন্য আঙ্গিকে লকডাউন থাকিবে। ১৮ মে'র আগে তাহা ঘোষণা দেওয়া হইবে। ত্রিপুরার সবচাইতে করোনা বিধ্বস্ত এলাকা ধলাই'র আমবাসা। কমলপুরেও আতংকের জন্য কড়াকড়ি রহিয়াছে। কিন্তু, রাজ্যের অন্যান্য স্থানে নতুন করিয়া করোনা আক্রান্তের সংবাদ নাই। আমবাসা বাদে রাজ্যের সিংহভাগ এলাকাই তো গ্রীন জোন এলাকায়। এই অবস্থায় রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে অভাবিক্লিষ্টপরিবারে আশার আলো পৌঁছানোতে বড় কোনও সমস্যা আছে মনে হয় না। গ্রামীণ ও পাহাড়ী এলাকায় অভাবগ্রস্ত পরিবারের কাছে সাহায্যে পৌঁছাইতে হইলে আগে একটি সার্ভে করিতে হইবে। কারণ, কথায় আছে নেপোয় মারে দৈ। সরকারী ত্রাণ নিয়া দলবাজী ও নিজেদের পকেট ভারীর প্রবণতা রোধ করিতে না পারিলে প্রকৃত সুফল মিলিবে না।

গ্রাম বাঁচিলে ভারত বাঁচিবে। গ্রামই হইল ভারতের আত্মা। সুতরাং শহরে ছোটাছুটি করিলেই হইবে না অভাবক্লিষ্ট গ্রামে যাইতে হইবে। লকডাউনের কল্যাণে গ্রামীণ বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে সরকারী দাক্ষিণ্য অনেক বেশী জরুরী। ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত রাজ্য। এখানে প্রায় আশি শতাংশ এলাকা বনভূমি। সেখানেই আছেন গরীব উপজাতি অংশের মানুষ। বিত্তশালী উপজাতিদের অনেকেই শহরে স্থায়ী বাড়ীঘর করিয়াছেন। অভাবের তাড়নায় রেশন কার্ড বন্ধক দেওয়ার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল গ্রাম ত্রিপুরা কতখানি যন্ত্রণাক্লিষ্ট।

কলকাতা বেসরকারি হাসপাতালের কাজ ছেড়ে মনিপুরের পথে পাড়ি দিল ১৮৫ জন নার্স

কলকাতা, ১৫মে (হি. স.): করোনার সংকটের মধ্যেই বিপন্ন স্বাস্থ্যপরিষেবা। শহর কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালগুলো থেকে ১৮৫ জন নার্স ইস্তফা দিয়ে পাড়ি দিলেন মনিপুরের পথে। এদের সকলেই মণিপুরের বাসিন্দা। এই সংকট কালীন অবস্থায় মনিপুর সরকার নিজেদের উদ্যোগে বাসের আয়োজন করে এই সকল নার্সদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাজ্যে। সূত্রের খবর সেখানে গিয়েই ফের নার্সের কাজে যোগ দেবেন এই ইস্তফা দেওয়া নার্সরা।

সূত্রের খবর, কলকাতার প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ১৮৫ জন নার্স একে একে ইস্তফা দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন মনিপুর। এদের মত উত্তর-পূর্ব, ওড়িশা থেকে আসা নার্সরা ও ফিরে যেতে পারেন নিজেদের রাজ্যে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। একইসঙ্গে এত জন নার্স কাজ ছেড়ে দেওয়ায় স্বাস্থ্যপরিসেবা সংকটের মুখে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইস্তফা দেওয়ার তালিকায় রয়েছে, অ্যাপেলো হাসপাতালের ১০ জন নার্স, ফর্টিস থেকে ৬ জন নার্স, আমরি থেকে ৭জন নার্স, পিয়ারলেস থেকে ২৫ জন, আর এন টেগোর হাসপাতাল থেকে ১৬ জন। ইস্তফা দেওয়ার কারণ হিসেবে সূত্র জানাচ্ছে, এই অবস্থায় যেহেতু বিনামূল্যে রাজ্য তাদের নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে তাই সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ এই নার্সরা। এই সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান নিয়ে। সংকটকালীন মুহূর্তে কিভাবে হাসপাতালগুলোকে এবং তাদের এত রোগীকে ফেলে রেখে তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন এর মধ্যে চলে যেতে পারে তা ভাবাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষদের।

অসমে আরও এক করোনা-আক্রান্ত সুস্থ, ছুটি গুয়াহাটির হাসপাতাল থেকে, এখনও সক্রিয় ৪২ জন

গুয়াহাটি, ১৫ মে (হি.স.) : অসমে আরও এক করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়েছেন। শুক্রবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এর সঙ্গে রাজ্যে সক্রিয় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমে হয়েছে ৪২।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'জানিয়ে সুখ অনুভব করছি, আরও একজন কোভিড-১৯ আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষায় নিগেটিভ এসেছে। নিগেটিভ রেজাল্ট আসায় আজ তাঁকে মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতাল (গুয়াহাটি) থেকে মুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যে সুস্থ রোগীর সংখ্যা ৪১-এ পৌঁছেছে।'

উল্লেখ্য, গত ১৩ মে রাজ্যে ১৫ এবং ১৪ মে সাত জনের শরীসে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। ফলে অসমে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৮৬। এতে রাজ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, মারণ ভাইরাসে ইতিমধ্যে এক কিশোরী সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

অসহায় শ্রমিকদের মৃত্যু হওয়া থেকে কেউ তো বাঁচান

আর কে সিনহা

করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দেশের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি অসহায় দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে তাঁর ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় এখন রাস্তায়। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০০ জন পরিযায়ী শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। সর্বশেষ দুর্ঘটনা বুধবার রাতে সাহারানপুর-মুজফরনগর জাতীয় সড়কে ঘটেছে, পঞ্জাব থেকে পায়ে হেঁটে বিহারের গোপালগঞ্জে নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার সময়, একটি বেপরোয়া বাস পিছন থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পিষে দেয়। মৃত্যু হয় ৬ জন শ্রমিকের, অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভারত থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার দেশে নিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের সংগ্রাম, যন্ত্রণা এবং পরবর্তী সময়ে উত্থানের বহু গল্প তো দেশ ও সমগ্র বিশ্ব শুনছে। কিন্তু, নিজেদের দেশেই পরিযায়ী শ্রমিকদের এই দুর্দশায় দুঃখিত প্রতিটি সংবেদনশীল ভারতীয়। যদিও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমস্ত ধরনের চেষ্টা করছে। তবে মনে হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে এখনও খামতি রয়েছে।

এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের গুনার কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন উত্তর প্রদেশের ৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক। ৫০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। একটি ট্রেলারে বসে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদে বদনাপুর-কারমাড রেল স্টেশনের কাছে মালগাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারান ১৬ জন শ্রমিক, ওই দুর্ঘটনায় ব্যথিত হয়েছিল গোটা দেশ। এখন ওই দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্ত হোক বা না হোক তাতে কি যায় আসে। মৃতদের বাড়ি মধ্যপ্রদেশে। ওই সমস্ত শ্রমিকরা জালনার একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন। লকডাউনের কারণে সেখানেই আটকে পড়েছিলেন তাঁরা। ৫ মে তাঁরা বাড়িতে ফিরে আসার কথা ভাবেন, কারণ তাঁরা যেখানে কাজ করছিলেন সেখান থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়। সড়ক পথে বেশ কিছুটা দূর চলার পর, শ্রমিকরা ঔরাঙ্গাবাদের কাছে রেললাইন ধরে হাঁটা শুরু করেন। প্রায় ৪০ কিলোমিটার হাঁটার পর খানিকটা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থেমেছিলেন তাঁরা। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা, তখনই ট্রেন তাঁদের উপর থেকে ছুটে যায়। গুনা, ঔরাঙ্গাবাদ, মুজফফরনগর অথবা আরও অনেক ঘটনা তো দুর্ঘটনাই, কিন্তু সরকারকে নৈতিক দায়িত্ব নিতেই হবে। তাঁদের বলতে হবে দুর্ঘটনা কেন হল? উত্তর প্রদেশের মথুরার কাছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার ৭ জন শ্রমিক মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলার বাসিন্দা ছিলেন।

টেম্পোতে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন, রাস্তাতেই একটি ট্রাক ধাক্কা মারে টেম্পোতে। এর আগে ট্রাকের ছাদে বসে যাওয়ার সময় ঝাড়খণ্ডের দু''জন পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। একইভাবে ওড়িশায় শ্রমিকদের নিয়ে আসার সময় তেলেঙ্গানায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাস, অনেক শ্রমিকেরই মৃত্যু হয়। গ্রেটার নয়ডায় পঞ্জাব থেকে আগ্রা যাওয়ার সময় একজন শ্রমিক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে প্রাণ হারান। একটা বড় প্রশ্ন হল এটাও যে, সরকার, অফিসার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা কেন শ্রমিকদের তাঁদের বাড়িতে পৌঁছতে সহায়তা করতে পারছে না? এটা অবশ্য ঠিক যে, সরকারি কর্মীরা করোনা যোদ্ধার ভূমিকা অত্যন্ত ভালভাবে পালন করেছেন। এই সত্য সম্পর্কে অবগত গোটা দেশ। শ্রমিকদের মৃত্যুর জন্য কেন রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে? সর্বোপরি শ্রমিকরা সড়কে নামলই বা কেন? এটা কি ওই সমস্ত রাজ্যের অক্ষমতা, গাফিলতি অথবা শ্রমিকদের প্রতি অসংবেদনশীলতা। ২০১১ সালে ভারতে হওয়া জনগণনার কথা যদি বলতে হয়, তখন দেশে প্রায় ৬ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। এই সংখ্যা এখন তো আরও বেড়ে গিয়েছে। কোটি কোটি শ্রমকিদের মধ্যে ২ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ এবং বিহারেরই। করোনার প্রেক্ষিতে লকডাউনের পর থেকেই নিজেদের রাজ্য, শহর, গ্রামে যাওয়া শুরু হয় পরিযায়ী শ্রমিকদের, যা এখনও চলছে।

কয়েকশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। পায়ে ফোস্কাও পড়ছে। তাঁদের সঙ্গে স্ত্রী ও সন্তানও রয়েছে। তাঁদের দেখে ভারতের মাথা লজ্জায় নিচু হচ্ছে। বিগত ৭০ বছরে দেশে কী বিকাশ হয়েছে? হতে পারে দেশে একটি বড় মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী দাঁড়িয়েছে। কিছু মানুষ কোটিপতি হয়েছেন। কিন্তু, দরিদ্রদের অবস্থার এখনও কোনও উন্নতি হয়নি। এখন তাঁদের খাওয়ার কিছু নেই। বিগত ৭০ বছরে গরিবদের অধিকার দেওয়ার কথা কেন ভাবেনি দেশ? কিন্তু, ভাবুন শ্রমকিদের সন্তানদের সকাল-সন্ধ্যায় দুধ কে দিচ্ছে? পরিযায়ী শ্রমিকদের স্ত্রীদের সম্পর্কেও ভাবুন। সকালে স্নান করার জন্য তাঁরা কোথায় যান? অনেক মহিলাদের আবার ঋতুস্রাব চলছে, স্যানিটারি প্যাড তাঁরা কোথায় পাবেন? এখন পরিযায়ী শ্রমিকরা ছাড়াও, শহর-মহানগরে যে সমস্ত মহিলারা পরিচারিকার কাজ করেন, তাঁদের কথা ভাবুন। তাঁরা কিছু বাড়িতে রান্না করে সংসার সামলান।

সাধারণত এই ধরনের মহিলাদের স্বামীরা মদ্যপ হন। অর্থাৎ নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই তাঁরা সংসার চালান। কিন্তু, এখন মালিকদের বাড়িতে তাঁরা যেতে পারছেন না, অথবা যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, তাঁরা যেখানে যাবে সেখানেই কোভিড-১৯ ছড়িয়ে দেবে। তাঁরাও ক্ষুধার্ত ও আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন। পরিচারিকাদের বিষয়েও ভাবতে হবে সরকারকে। অবিলম্বে তাঁদের রেশন ও সহায়তা করতে হবে। তাঁরা ভাড়া বাড়িতে থাকেন। বুঝতে পারছি না তাঁরা বাড়ি ভাড়া দেবেন কীভাবে? দেশের মহানগরে লক্ষ লক্ষ পরিচারিকা মহিলা কাজ করেন। তাঁদের জন্যই কর্মরত মহিলারা নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে অফিসে কাজ করতে যেতে পারেন। এটা তো স্পষ্ট যে কোভিড-১৯ প্রত্যেককে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এই প্রতিকূল সময়ে সরকার ও প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি কর্মীদের অসংবেদনশীল মনোভাবও একটি বড় সমস্যা। শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁরা পশুর মতো আচরণ করতেও তাঁরা পিছপা হন না। কিছু দিন আগে বিহারে একজন জেলা কৃষি আধিকারিক একজন হোমগার্ডকে কান ধরে রাস্তায় ওঠবস করিয়েছিলেন। ভিডিও ভাইরাল হওয়া মাত্রই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে একজন অধিকারিককে পরিযায়ী শ্রমিককে লাথি মারতে দেখা যায়। এমন অমানবিক আধিকারিক সর্বত্র খুঁজে পাবেন, তাঁদের যথাযথ শিক্ষা না দিলে গরিবদের কল্যাণ হবে কীভাবে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

করোনা যুদ্ধে অগ্রসৈনিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হেনস্থা বন্ধ করুন

ঝন্টু বড়াইক

এই অন্তরণ (কোয়ারেন্টাইন) দশায় অনেকেই হয়তো ফিরে গিয়েছেন দু'টি কালজয়ী উপন্যাসের কাছে। আলবেয়ার কামু-র 'দ্য প্লেগ' এবং গাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেস-এর 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরা' দু'টি উপন্যাসের সারকথাই হল, মহামারী, তার বিশ্বময় ত্রাস এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের জিতে যাওয়া। দু'জনই নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক। প্লেগ কিংবা কলেরা কীভাবে ধাপে ধাপে ভয়ঙ্কর মহামারী রূপে উর্ত্তণ হতে পারে, থারই মৃত্যুমুখী চেহারা চিত্রায়িত হয়েছিল এই বিখ্যাত সাহিত্যদ্বয়ে। দুই উপন্যাসেই কেন্দ্রীয় চরিত্রে চিকিৎসক বার্নার্ড রিও ও তরুণ ডাক্তার জুভেনাল আরবিনো'র জীবনপণ লড়াই আজও তুলনীয়। ঠিক যেমন এই করোনাকালে জীবন যখন একান্ত বাঁচারতাগিদে স্বেচ্ছাবন্দী তখন ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো মৃত্যুর বিরুদ্ধে মরিয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এ লড়াই শুধু প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডবের সঙ্গে নয়। লড়াই কর্তৃত্ববাদী সাংস্কৃতির কারণে চিকিৎসক -স্বাস্থ্যকর্মীদের ঢাল-তলোয়ার ছাড়া মৃত্যুর সামনে ঠেলে দেওয়ার বিরুদ্ধে। মানুষের নিরুপায় মেনে, নেওয়ার বিপক্ষে। সমস্ত প্রতিকূলতার বিপরীতে যুদ্ধ জয়ের।

শুধু উপন্যাসের আরবিনো বা রিও নয়, বাস্তবে এই মুহূর্তে ছায়াময় পৃথিবীতে চিকিৎসকরা অগ্রসৈনিক। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে তাঁদের। রোগীর জীবনমরণের ওতপ্রোত অংশীদার যে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরাই। তাঁরা মিশে যান রোগীর সঙ্গে 'দ্য প্লেগ' উপন্যাসে, মসিয়ে অথন ও মাদাম অথনের প্লেগ আক্রান্ত ছোট্ট ছেলেটার কথা মনে পড়ে । যার চিকিৎসায় রিও শুধু পেশাগত দায়িত্ব পূরণ করে ক্ষান্ত হননি। নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন মানবিক উদারতায়। ম্যাজিস্ট্রেট অথনের ছেলে যখন নিশ্চিত মৃত্যুর গোরগোড়ায়, সে সন্ধিক্ষণের পর্বটি উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে এভাবে 'ছেলেটির নাড়ি টিপে ধরে যখন তিনি চোখ বুঝেছিলেন তখন তিনি যেন অনুভব করেছিলেন ছেলেটার নাড়ির উদ্দাম ভাবটা তার নিজের রক্তের উত্তাপের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এভাবে ছেলেটার সঙ্গে একাত্মবোধ করার পর তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি যেন তার নিজের দেহের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেন।

উপন্যাসে প্লেগের চিকিৎসক বার্নাড লিও কিংবা কলেবার চিকিৎসক জুভেনাল আরবিনো'র মতো কিছু নাম এই করোনা অতিমারীর মৃত্যুর মাঝে আমাদের আদর্শ হিসেবে উঠে এসেছে। উহান সেন্ট্রাল হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ লি ওয়েনলিয়াং। এই মারণ ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক দিয়েছিলেন তিনি। চিনের শাসক মেনে নেয়নি। উল্টে গুজব ছড়ানো থেকে সামাজিক জীবনে আতঙ্ক তৈরির দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছিল। জোর করে আচরণ সংযত করার মর্মে মুচলেকায় লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কপালে চরম শাস্তি একপ্রকার পাকা। তার আগেই রোগীদের সেবা দিতে দিতে ক্লান্ত লি সেষ পর্যন্ত করোনার ছোবলে ফেব্রুয়ারিতে মারা যান। আরেকজন লড়াকু চিকিৎসক পাকিস্তনের উসামা রিয়াজ করোনার চিকিৎসা দিতে গিয়ে মারা যান। মৃত্যুর কয়েক ঘমটা আগে এই ভাইরাসের ভয়ঙ্করতা নিয়ে তার সচেতনতামূলক ভিডিও আজ শুধু বাস্তব ইতিহাস। এরপর তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে বহু নাম। ভবিষ্যতে আরও হবে। ইতিমধ্যে, ইতালিতে প্রায় ১৫ হাজার মৃত্যুর এক দশমাংশের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্তত বহু জন চিকিৎসক করোনা যুদ্ধে মারা গিয়েছে।(৩১ মার্চ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য) আড়াই হাজারের উপর আক্রান্ত হয়েছেন। মার্চের শুরুতে চিনে ৩৩০০ স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত হয়েছে, তাদের মধ্যে দুই তরুণ চিকিৎসক-সহ অন্তত ২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ফ্রান্স, আমেরিকা, স্পেনে (৯ শতাংশ) চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মৃত্যুর হারও উদ্বেগজনক। এখানে প্রশ্ন উঠছে রোগীর প্রাণ বাঁচাবেন, যাঁরা তাঁদের বাঁচাবে কে? কাঁসরঃ ঘণ্টা সমবেত কীর্তন? মৃত্যুসংখ্যা কমিয়ে দেখাতে পরিসংখ্যানে জারিজুরি? নাকি অকাল দীপাবলি উৎযাপন? নাকি গো-মূত্র? বাস্তবে হাসপাতালে কর্মরত প্রত্যেকের সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে আজ অসন্তোষ তীব্রতর হচ্ছে। আমেরিকা, ইতালি, স্পেন সরকার স্বাকার করেছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট (পিপিউ) এন ৯৫ মাস্ক, ট্রিপল লেয়ার মাস্ক না জোগাতে পারার জন্যই সংক্রমণ অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ছড়িয়েছে। ইতালির ইউম্যানিটাস গাভাজেনি হসপিটালের ডা. ডেনিলে ম্যাকিনির সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এখানে বাড়তি কোনও সার্জন নেই, ইউরোলজিস্ট নেই, অর্থোপেডিক্স নেই, আমারাই এ সুনামি মোকাবিলায় কাজকরে যাচ্ছি। আমি চিকি'সকদের চোখে-মুখে যে ক্লান্সি দেখেছি, তাতেই বোঝা যায় কী পরিমাণ চাপ তাঁদের ওপর পড়েছে।' আসলে এই ঝুঁকি শুধু চিকিৎসকের না। তাঁর সংস্পর্শে আসা অসংখ্য রোগী ও সহকর্মীদেরও। তথ্য বলছে, এর ফলে,চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা অসংখ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্তত ২০ গুণ অনুপাতে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের দেশের অবস্থা আরও করুণ।

যেখানে ৩০ জানুয়ারি 'হু' এই মারিতে 'আন্তর্জাতিক ভাবে উদ্বেগজনক জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপৎকালীন পরিস্থিতি' (পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি অব ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন) বলে ঘোষণা করেছিল। জানুয়ারি ভারতে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল। তারপর ফি সপ্তাহে 'হু' ভারতকে সতর্ক করে এসেছে। আমরা 'ক্যা', এনআরপি, এনআরসি, শাহিনবাগ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি। দশ সপ্তাহ পরে জেগে উঠেই লকডাউন। অথচ হাতে যা সময় ছিল তাতে করে অন্তত, যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রথম সারিতে এসে লড়াই করছেন, তাঁদরে ও সামগ্রীক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কিছুটা প্রস্তুত করা যেত। এই মুহূর্তে দেশের প্রায় সবকটি সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চালচিত্র একই। সর্বত্রই প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি। অথচ, ভারতের স্বাস্থ্য সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী দুই সংস্থার কর্তাদের দীবি, তাঁরা ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিল এ সমস্ত সরঞ্জাম যথেষ্ট মজুত রাখতে। স্বাস্থ্য দফতর টেন্ডার করে মার্চের শুরুতে। এই মুহূর্তে দেশে প্রায় ৫০ হাজার পিপিই প্রয়োজন। আমাদের আছে ৩০ হাজার। ইতিমধ্যেই যথাযথ সুরক্ষার দাবিতে দেশজুড়ে চিকিৎসক-নার্সদের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। দিল্লির এইমস থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল, হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ সর্বত্রই ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই সংক্রামণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ চলছে। অথচ, বিশ্ব পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ১০০ জন চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সংক্রমিত ব্যক্তির মধ্যে ১৫ জন গুরুতর অসুস্থ হন। যেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংখ্যাটা পযাপ্ত। সম্প্রতি, সংক্রমণের আশঙ্কায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে ৮১ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারান্টিন বা নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চিকিৎসক করেছেন ৩৯ জন। জেশের বহু জায়গা একই ঘটনা ঘটছে। এটা সংক্রমণ ছড়ানোর থেকে এটি কম আশঙ্কার নয়। কারণ, চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা অসুস্থ হয়ে ঘরবন্দি হলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একদম ভেঙে পড়বে। বিশেষেত ভারতে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় চিকিৎসকের অভাব একপ্রকার দুরারোগ্যের মতো। বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীর পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ফলে, একসঙ্গে অনেক ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়ে গেলে হাসপাতাল পরিষেবা চালাবে কে? স্বাস্থ্য পরিষেবা লাটে উঠবে। যেখানে ১০ হাজার ৯২৬ জন রোগী পিছু একজন ডাক্তার ('হু'-এর প্রস্তাবনায় ১০০০ জন পিছু একজন) সে জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য হল, স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত প্রোটেকশন দেওয়া। কিন্তু সরকার কাঁচামালের অভাব বা পর্যাপ্ত শ্রমিকের অভাব ইত্যাদির অজুহাত দিয়ে দায় সারছে। এই মুহূর্তে দেশে মেরেকুটে ১ লক্ষ জীবনদায়ী ব্যবস্তা (ভেন্টিলেশন) রয়েছে, যা প্রয়োজনের সাপেক্ষ ৪০ এক ভাগ। অথচ ভেন্টিলেশন, রেসপিরেটরি ডিভাইস ও স্যানিটাইজার রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হল ২৪ মার্চ। এমনকি এরপরেও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মেজিকেল সরঞ্জাম ফ্রাইটে পৌঁছে গেল সুদুর সাবির্য়তে। অনেকে এখন প্রশ্ন তুলেছেন কোটি কোটি টাকার মূর্তি না বানিয়ে হাসপাতাল বানানো উচিত ছিল। চিকিৎসকহীন কিছু সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল না বানিয়ে পর্যপ্ত চিকিৎসক তৈরির পরিকাঠামো করা যেত। কারণ 'হু' এর রিপোর্ট অনুসারে ভারতে প্রতি এখ হাজার মানুষের জন্য নেই একজন ডাক্তার। মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে এই মুহূর্তে দেশে ১০ লক্ষ ২২ হাজার ৮৫৯ জন চিকিৎসক (অ্যালোপ্যাথি) রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যহ ৮০ শতাংশ পরিষেবা দিলে প্রতি ১ হাজার জন মানুষপিছু ০.৬২ জনকেই পাওয়া যায়। এটা উদ্বেগজনক। বিশ্বে অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে এই সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি হাজার জনে ৩.৩৭৪ জন, ব্রাজিল ১.৮৫২, চিনে ১.৯, ফ্রান্সে ৩.২২৭, জার্মানিতে ৪৬১২৫, রাশিয়াতে ৩.৩০৬, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২.২৫৫৪ (তথ্য সূত্র 'হু')। এমনকি পাকিস্তানও এক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। প্রতি হাজার জনে ০.৮০৬ জন। এসব দেশে করোনা মোকাবিলায় ল্যাজে গোবরে হলে, ভাবুন সংক্রমণ লাগামছাড়া পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থা কেমন হবে। একদিকে, প্রধানমন্ত্রী যখন এই মহামারির মানবিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা বলছেন, তখন তাঁর সরকার সম্মুখ সমরের যোদ্ধা সেই চিকিৎসকদের সুরক্ষায় বন্দোবস্তটুকুও প্রায় আড়াই মাসেও করে উঠতে পারেনি। অধিকন্ত স্বাস্থ্য অধি দফতরের একটি পদক্ষেপ আমাদের চমকে দেয়। যখন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ আছে, এমন রোগীতে চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ছাড়াই রেনকোট পরিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। একদিকে সামাজিক কটুক্তি, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বাসস্থানচ্যুতক করা, সামাজিক বয়কট, বাড়ির জলবিদ্যুৎ সযোগ ছিন্ন করা, তাঁদের লক্ষ্য করে পাথরবৃষ্টি অশালীন আচরণের সঙ্গে লড়াই। অন্যদিকে, সত্য কথা বলা বা সুরক্ষার দাবিতে সরব হলে চলছে রাষ্ট্রের হেনস্থা (পড়ুন, ডাক্তার, ইন্দ্রনীল থানকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তুলে নিয়ে যাওয়া)।

কিন্তু এ সময়ে করোনা পরীক্ষার কিটের মজুত, পরীক্ষার আওতা বাড়ানোর ব্যর্থতা ও কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা শুধু নয়, যারা করোনার বিরুদ্ধে সামনে থেকে লড়বেন, সেই চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক-পিপিই পর্যাপ্ত মজুত আমরা করতে পারিনি। লেখাটা শেষ করার মুহূর্তে খব পেলাম, ইন্দোরে এক চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের এক নার্স এবং ডেপুটি সুপার, হাওয়া হাসপাতালের শীর্ষকর্তা। রাজ্যের মোট ২০০ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে। এইসব চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাই সব দেশের সবচেয়ে মূল্যবাদ সম্পদ। তাই এই সময়ে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে তাঁদের দ্রুত ব্যক্তিগত সুরক্ষার,বিশ্রাম ও মানসিক সাহচর্য দেওয়া প্রয়োজন।মনে রাখতে হবে, একজন চিকিৎসক আক্রান্ত বা মারা গেলে সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সহস্রগুণ বেড়ে যায়। যেমন -২০০১ -এ যখন শিলিগুড়িতে অজানা জ্বরে যখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেশ কিছু চিকিৎসক মারা যায় আমাদের রোগের সঙ্গে লড়াইয়ে মানসিকতা কিন্তু তখন ভেঙে পড়েছিল।

(পুনশ্চঃ গত ৫ এপ্রিল অকাল দীপাবলিতে দেশে ৩৩.৫ কোটি পরিবারে গড়ে কম করে একটি দীপ ও একটি মোম জ্বলে থাকলে প্রায় ৬৭০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা। বাজির হিসাব ছেড়ে দিলাম। এই অর্থে কতগুলো পিপিই ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা যেত?)

(লেখক অধ্যাপক, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষা প্রযুক্তি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা) (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার অভয়নগরে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুচ্ছে সরকার : তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৫।। তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সুচিন্তিত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুচ্ছে সরকার। তিনি দুপুরে বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে একথা বলেন।

বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত করোনায় মৃত্যুহার ইউরোপ, আমেরিকার চেয়ে কম তো বটেই, প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তানের চেয়েও কম এবং পরম সৃষ্টিকর্তার দয়া ও বিশ্বে করোনার প্রাদুর্ভাবের পরই এমনকি করোনাভাইরাস বাংলাদেশে আসার আগেই প্রধানমন্ত্রীর নানা দূরদর্শী পদক্ষেপই এর কারণ উল্লেখ করে ড় হাছান বলেন, কোনো মানুষই যাতে মারা না যায় এবং আক্রান্ত না হয়, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

'লকডাউন খুলে দিয়ে সরকার ভুল করেছে'- বিএনপি'র এ মন্তব্যের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন,বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও রুহুল কবির রিজভী এবং আরো কোনো কোনো নেতার বক্তব্যে মনে হয়, তাদের পরামর্শ যদি ইউরোপ-আমেরিকা শুনতো, তাহলে তারাও এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতো। তাদের কথায় মনে হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চেয়েও বিএনপি নেতারা স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। তারা এ ধরনের হাস্যকর কথা বলেছেন।

ড় হাছান বলেন, যেখানে স্পেন-ইতালিতে এখনো প্রতিদিন প্রায় ২ শ'র মতো মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে তারা লকডাউন শিথিল করেছে। ভারতে প্রতিদিন একশ'র বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানেও অনেক জায়গায় লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। এ সবই করা হচ্ছে মানুষের জীবিকা রক্ষার জন্য। বাংলাদেশেও মানুষের জীবনের পাশাপাশি জীবিকা রক্ষার জন্যই নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী আওয়ামী লীগের 'আমরা করোনার থেকেও শক্তিশালী'- এ মন্তব্যকে কটাক্ষ করার জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেন, আমাদের সাধারণ সম্পাদক এ কথাটি প্রতীকী অর্থে বলেছিলেন। অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে যাতে আমরা সবাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে এই করোনা মোকাবেলা করি সেই অর্থেই কথাটি বলেছিলেন। সেই কথার অর্থ না বোঝা তাদের ভাষাজ্ঞানের অভাব। আমি আশা করবো, বিএনপি নেতারা এ কথার সঠিক অর্থ বুঝবেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন ,বিএনপি নেতারা শুধু সমালোচনা করছেন, কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছেন না, কারণ তাদের এই সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের কর্মকান্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। তিনি বলেন, আজকের এই পরিণতিতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সমস্ত দল একযোগে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে জনগণকে রক্ষার জন্য। এমনকি ভারতেও প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসসহ তাদের নেতৃতাধীন জোট সরকারের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই কাজটি বিএনপি করেনি, করতে পারেনি, কারণ তারা সেই সংস্কৃতিটি লালন করেনা বরং তারা 'পলিটিক্স অব ডিনায়াল' আর 'পলিটিক্স অব কনফ্রনটেশন'-এ বিশ্বাস করে। হাছান মাহমুদ আক্ষেপ করে বলেন, আমরা আশা করেছিলাম মানুষের এই দুর্যোগের সময় তারা তাদের চিরাচরিত 'না বলার রাজনীতি আর সাংঘর্ষিক রাজনীতি' থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু' দুঃখজনক হলেও সত্য তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি।

করোনা মোকাবেবলায় মানুষের জন্য সরকারের বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচির বিবরণ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন,দেশের এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষকে সরকারি সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরো ৫০ লাখ পরিবারকে এককালীন ২ হাজার ৫শ' টাকা করে সরাসরি পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন। এগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

নিম্ন অসমের হাটশিঙিমারীতে চেন্নাই থেকে আগত ৮ জন কোয়ারিন্টাইনে

হাটশিঙিমারি (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : চেন্নাই থেকে বাসে আগত যাত্রীদের মধ্যে আটজনকে শুক্রবার সকালে গুয়াহাটি থেকে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর বাসের মাধ্যমে নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলা সদর হাটশিঙিমারিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বাসে আট জন যাত্রী ছিলেন। তাদের সকলকেই জেলা প্রশাসন প্রাথমিক পর্যায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে গেছে।

হাটশিঙিমারি জুনিয়র কলেজে জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের তৎপরতায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই চেন্নাই থেকে আগত যাত্রীদের পরীক্ষা করা হয়। এঁরা সকলেই হাটশিঙিমারির বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। টেস্টের জন্য নেওয়া হয়েছে তাঁদের সোয়াব। সেই নমুনা গুয়াহাটিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে তাদের কারও শরীরে করোনার কোনও লক্ষণ এখনও পাওয়া যায়নি।

সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক (এসডিএমও) ডা. এস খন্দকার। তিনি জানান, শিশু সমেত মোট আট জনকে প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা করার পর সরকারি প্রোটোকল মতে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। আজ বেলা ১১ টা নাগাদ এসএসটিসি-র বাস ৮ যাত্রীকে নিয়ে হাটশিঙিমারীতে পৌঁছে।

প্রসঙ্গত, মানকাচরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, মেঘালয় থেকে আসা প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষকে ইতিমধ্যেই হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য জানান জেলার সহকারী কমিশনার শশীকুমার ডেকা।

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে উৎসাহী নয় মমতা, অভিযোগ 'স্বরাজ ইন্ডিয়া'-র

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : এই মুহূর্তে এ রাজ্যে থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকের মোট সংখ্যা কত? কতজন শ্রমিক ফিরতে চান? সরকার জেলাওয়ারী এবং রাজ্যওয়ারী তালিকা দিয়ে প্রকাশ করুক। শুক্রবার এই দাবি করল 'স্বরাজ ইন্ডিয়া'।

সংগঠনের সর্ব-ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভীক সাহা প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে ভিন রাজ্যের শ্রমিকের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে? যতদিন তাদের ফেরার ব্যবস্থা না করা যায়, তাদের থাকা, খাওয়া ও স্বাস্থ্যর জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? ফেরার পর তাদের শারীরিক পরীক্ষা, অন্তর্বর্তী ত্রাণ এবং কাজের জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

সংগঠনের এক বিবৃতিতে এদিন বলা হয়েছে, করোনা লকডাউনে বিপন্ন এ রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। অর্থহীন হয়ে পড়েছেন তারা। অর্ধাহার—অনাহারে দিন কাটছে। এই দুর্দশার সময় কেউ তাদের পাশে নেই। সরকারি—বেসরকারি ত্রাণ দিনে দিনে কমে আসছে। ভিন রাজ্যগুলো থেকে প্রতিনিয়ত কাতর আবেদন আসছে, কিছু একটা ব্যবস্থা করে এই বন্দী অবস্থা থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য। এমনকি এমন খবরও আসছে, হতাশ হয়ে পড়ে প্রচুর শ্রমিক রাস্তায় নেমে পড়ে দূর দুরান্ত থেকে হেঁটে রাজ্যপানে আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের রাস্তায় এরাজ্যের অভুক্ত—বিপন্ন শ্রমিকদের মিছিল চলছে।

বিরোধীরা প্রতি মুহূর্তে এদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্যসরকারের কাছে দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী যে অতি তৎপরতার দরকার ছিল, মমতা ব্যানারজীর সরকারের কাজে তার ছিটেফেঁটা দেখা যাচ্ছেনা। এতদিনে সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে জানাচ্ছে, কিছু ট্রেনের ব্যাবস্থা করতে পারা গেছে, ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিক ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ট্রেনের সংখ্যা কিছুইনা এবং প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে - এত্তুটুকু ব্যাবস্থা করতে এত সময় লেগে গেল কেন? শুধুই প্রেস—মিডিয়ার কাছে মিথ্যা---অসত্য ভাঁওতাবাজির প্রচার এবং দোষারোপ। কাল কাটিয়ে দেওয়ার খেলা। সরকার বোধহয় মনে করছে এই ভাবে লকডাউন সময়টা পেরিয়ে গেলে, শ্রমিকদের আর ফেরার তাড়া থাকবেনা। তাই এই গজেন্দ্রচাল। তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, বিহারসহ অন্যান্য বহু রাজ্য তাদের শ্রমিকদের প্রতি অনেক বেশী আন্তরিক এবং তৎপর। সরকারেরে মনে করা উচিত - শুধু মিথ্যে প্রচার আর বিজেপি-র ওপর দোষারোপ করে পার পাওয়া যাবেনা।

রাজ্য সরকারের এই অমানবিক কৌশলী চালের তীব্র নিন্দা করছে স্বরাজ ইন্ডিয়া। স্বরাজ ইন্ডিয়া দাবি করছে সরকার জেলাওয়ারী এবং রাজ্যওয়ারী তালিকা দিয়ে প্রকাশ করুক - (১) এই মুহূর্তে এ রাজ্যে থেকে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকের মোট সংখ্যা কত? (২) কতজন শ্রমিক ফিরতে চান? (৩) কীভাবে ভিন রাজ্যের শ্রমিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষিত হচ্ছে? (৪) যতদিন তাদের ফেরার ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে তাদের সুব্যবস্থার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? (৫) ফেরার পর তাদের শারীরিক পরীক্ষা, অন্তর্বর্তী সময়ের ত্রাণ এবং কাজের জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর প্রদেশে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ জন পরিযায়ী শ্রমিকের, ব্যথিত যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৫ মে (হি.স.): ফের পথের বলি হলেন ৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক। মুম্বই থেকে বাড়ি ফেরার পথে উত্তর প্রদেশে পৃথক দু''টি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এছাড়াও অনেকেই আহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোররাত থেকে সকালের মধ্যে পৃথক দু''টি দুর্ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশের জালাউন এবং বাহরাইচ জেলায়। শুক্রবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ জালাউন জেলা সদর ওরাই থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে আইতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি ডিসিএম পিক-আপ গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দু''জন পরিযায়ী শ্রমিক। মৃতদের নাম শের বাহাদুর (৪৫) এবং সুন্দরী দেবী (৪০)। পুলিশ সূত্রের খবর, ডিসিএম পিক-আপ গাড়িটি জৌনপুর এবং ভাদোহি জেলা অভিমুখে যাচ্ছিল।

অপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ বাহরাইচ জেলার ফকরপুরে। ফকরপুরের স্টেশন হাউস অফিসার অশোক কুমার সিং জানিয়েছেন, মুম্বই থেকে আসা একটি ডিসিএম পিক-আপ গাড়ি বাহরাইচ অভিমুখে যাচ্ছিল। চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে প্রথমে পিলারে ধাক্কা মারে গাড়িটি, তারপর রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারে। প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ বছর বয়সী জিলানী।

পৃথক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহততদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গলায় কোপ মেরে হাসনাবাদে আত্মঘাতী তরুণ

হাসনাবাদ, ১৫ মে (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার দক্ষিণ ভেবিয়া গ্রামে গলায় কোপ মেরে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণ। সূত্রের খবর, গাছে ওঠা নিয়ে মা-বাবার তীব্র ভর্ৎসনা করায় তাঁদের সামনেই গলায় কাটারির কোপ মারেন বছর সাতাশের সাদ্দাম হোসেন মোল্লা। দক্ষিণ ভেবিয়া গ্রামে শুক্রবার সকাল এগারোটা নাগাদ ডাব পাড়তে বাড়ির গাছে উঠেছিলেন সাদ্দাম। ডাব নিয়ে তিনি নীচে নামলে তাঁর বাবা রিয়াজুল মোল্লা ও মা রুনু বিবি তাঁকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। সেই অভিমানেই নাকি মা-বাবার সামনে নিজের গলায় ডাব কাটার দা দিয়ে কোপ বসিয়ে দেন সাদ্দাম। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

বদলি ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া

হাফলং (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : বদলি হয়েছেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া। তাঁর স্থালাভিষিক্ত করা হয়েছে পল বরুয়াকে। তিনি গুয়াহাটি উন্নয়ন বিভাগের যুগ্মসচিব তথা মিশন ডিরেক্টর গুয়াহাটি জল বোর্ড এবং প্রজেক্ট ডিরেক্টর এইউআইআইপি (এসিএস) ক্যাডার। পল বরুয়াকে ডিমা হাসাও জেলার নতুন জেলাশাসক হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছে রাজ্য সরকার। গতকাল ১৪ মে রাজ্য সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে কিছু রদ বদল করেছে। ডিমা হাসাও জেলার বর্তমান জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়াকে পদোন্নতি দিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধানসচিব হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে আগামী দু একদিনের মধ্যে পল বরুয়া ডিমা হাসাও জেলার নতুন জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

করোনা আক্রান্ত হাওড়া স্টেশনে কর্তব্যরত দুই আরপিএফ জওয়ান

হাওড়া, ১৫ মে (হি. স.): করোনার সংক্রমণ মিলল হাওড়া স্টেশনে কর্মরত দুই আরপিএফ জওয়ানের শরীরে। তাঁদের মধ্যে এক জন হেড কনস্টেবল ও অন্য জন কনস্টেবল। দু'জনেই হাওড়া স্টেশনে ডিউটি করেন এবং আরপিএফ ব্যারাকে থাকেন।দু'জনকেই ভর্তি করা হয়েছে হাওড়া ময়দানের রেলওয়ে অর্থোপেডিক হাসপাতালে। হাওড়া স্টেশন সূত্রের খবর, কিভাবে ওই দুই জওয়ান সংক্রমিত হয়েছে তা স্পষ্ট ভাবে বলা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে বেশ কিছুদিন আগে হাওড়া স্টেশনে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরেছেন তাদের কারোর থেকেই সংক্রমণ ছড়িয়েছে।

করোনা: বাংলাদেশে আক্রান্ত ২০ হাজার ছাড়াল, আরও ১৫ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৫।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১২০২ জনের করোনা শনাক্ত এবং আরও ১৫ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

এদিকে দেশে করোনার নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার হার বেড়েছে। ফলে নতুন করে করোনা শনাক্তও বেড়েছে। নাসিমা সুলতানার দেয়া তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৯ হাজার ৫৪৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৮ হাজার ৫৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ ভাইরাসে নতুন করে ১২০২ জন শনাক্ত হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হাজার ৬৫ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ১৫ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৮ জনে। নতুন করে মারা যাওয়া ১৫ জনের মধ্যে সাতজন পুরুষ এবং আটজন নারী, যোগ করেন তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরও জানান, নতুন করে ২৭৯ জন করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৮৮২ জন।

স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৫।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের বিরুদ্ধে তথ্য লুকোচুরির কল্পনিক ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছে। শুক্রবার সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের ত্রাণ উপকমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধির মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণের আগে তাঁর বাসা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হয়ে তিনি একথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একটি মহল সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপতৎপরতায় লিপ্ত। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে টুইস্ট করে অপপ্রচার তথা গুজব চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই যারা মারা গেছেন, ঢালাওভাবে বলা হচ্ছে সবাই করোনায় মারা গেছে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পর পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে কেউ পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটোই আসছে। এসব মৃত্যু নিয়েও অনেকে মিথ্যাচার করছে।তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসজনিত সৃষ্ট এ সংকটে ক্রাসিস ম্যানেজার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সততা ও দক্ষতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ৭৫ পরবর্তী ইতিহাসে নজিরবিহীন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষনা করেছেন। এছাড়াও ১ কোটি মানুষের মাঝে রেশন কার্ড এবং ৫০ লাখ মানুষের মাঝে নগদ সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ঈদকে সামনে রেখে এসকল উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।পরে আওয়ামী লীগের ত্রাণ উপকমিটির পক্ষ্য থেকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে প্রতিনিধির মাধ্যমে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।

এসময় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য একে এম রহমতুল্লাহ, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা এবং উপ দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান উপস্থিত ছিলেন।

বর্ষায় বন্যার কবল থেকে কাছাড়কে রক্ষা করতে তোড়জোড় শুরু করেছে জেলা প্রশাসন

শিলচর (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : বর্ষার মরশুম শুরু হয়ে গেছে। বর্ষাকালে যাতে বন্যার কবল থেকে গ্রাম-কাছাড়কে রক্ষা করা যায় এ নিয়ে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। এ নিয়ে এক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয় জেলাশাসক কার্যালয়ে।

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসক কীর্তি জল্লির পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত বৈঠকে বন্যা মোকাবিলায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে ডাইকস, স্লুইস গেট ইত্যাদির সংস্কারজনিত বিষয়ে পর্যালোচনা, বন্যার ব্যবস্থাপনায় সমস্ত বিভাগের সম্পৃক্ততা, খাদ্য সামগ্রী, ওষুধ, ভেটেরিনারি সামগ্রী মজুত রাখা ইত্যাদি। বৈঠকে ত্রাণ শিবির পরিচালনার বিষয়েওবিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাছাড় জেলার প্রতিটি রাজস্ব গ্রামে স্কুল শিক্ষকদের ব্যবহার করে একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়নেরও করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া এনডিআরএফ টিমের স্টেশনিং সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বৈঠকে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই সংকটের সময় রাজ্যের কোনও সরকারি কর্মচারীকে ছুটি নিতে দেওয়া হবে না এবং কোনও সংস্থাকে তাদের ফোন সুইচ অফ করতে দেওয়া হবে না। সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে বলে দেওয়া হয়েছে, সুইচ অফ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে।

সাধারণ প্রস্তুতির পাশাপাশি এতে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, বন্যার প্রস্তুতি কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কথা মাথায় রেখে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে।

অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জেলা উন্নয়ন কমিশনার জেসিকা লালসিম, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্তাওয়ান, অতিরিক্ত জেলাশাসক ললিতা রংপিপি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক সহ কাছাড় জেলার সকল সার্কল অফিসার, জেলা প্রকল্প কর্মকর্তা শামিম আহমদ প্রমুখ ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রতিটি নদীবাঁধের সংস্কারকার্য ক্ষিপ্রগতিতে চলছে। প্রতি বছর বন্যা ও ভাঙনের কবলে পড়ে রাজ্যের বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল। তাই আসন্ন বর্ষায় যাতে সম্ভাব্য বন্যা রাজ্যবাসীকে দুর্ভোগে না ফেলে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্মাণ কাজ চলছে। একই সুরে রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্তও জানান, রাজ্যের ১৮টি জেলায় ৩৮টি বাঁধের নির্মাণকার্য চলছে। সবগুলোর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ না হলেও বিপজ্জনক স্থানগুলোর নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে বলে দাবি করেছেন মহন্ত।

বাংলাদেশে জামাত নেতা মাওলানা দেলায়ার হোসেন সাঈদীকে মুক্ত করতে দাঙ্গার পরিকল্পনা বানচাল করল আইশৃঙ্খলাবাহিনী

ঢাকা, ১৫ মে (হি. স.) : বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধে দায়ে দন্ডিত মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ দেশ জুড়ে অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করতে বৈঠকে বসে গ্রেফতার রকি বড়ুয়া ও সাঈদী পুত্র মাসুদ সাঈদি।

চিকিৎসারত অবস্থায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এই তথ্য দেয় রকি বড়ুয়া। বর্তমানে রকি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে। পুরোপুরি সুস্থ হলে রকিকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎঘাটনের আশা করছে বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাব।

র‍্যাব সূত্র জানা গেছে, দেশের বেশকিছু বৌদ্ধ উপাসনালয়ে এবং কিছু মৌলবাদি সংগঠনে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষদাগার সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল রকি বড়ুয়া। যার সূত্রপাত হয় রকির নিজ গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় বৌদ্ধ উপসানালয়ে হামলার মাধ্য দিয়ে। পরিকল্পিত এই হামলার ছক ছিল রকি বড়ুয়ার। এই হামলাকে পুঁজি করে দেশের প্রতিটি বৌদ্ধ উপসনালয়ে ছড়িয়ে দিয়ে বৌদ্ধদের আর মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গার পরিকল্পনা। অন্যদিকে এই দাঙ্গা শুরু হওয়ার পরপরই কিছু ধর্মভীরু ওয়াজকারীদের দিয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল উস্কানীমূলক বক্তব্য।

যাতে মুসলমানরা খেপে বৌদ্ধদের উপর হামলা চালাবে। আর তা আন্তর্জাতিক মহলে ছড়িয়ে, বিশেষ করে চীন, জাপানসহ বহি: বিশ্বের দৃষ্টি ফেরানোসহ দেশকে হেয় এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। আর এর মূলে ছিল সাঈদীর মুক্তির বিষয়টি। কিন্তু বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার সব পরিকল্পনা বেস্তে যায়।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ থানার মুরাদ এলাকায় রকি বড়ুয়ার আড্ডা খানায় অভিযানের পর বিষয়টি প্রশাসন নিশ্চিত হয়। র‍্যাব কর্মকর্তাদের ভাষ্য, ভবনে অভিযান শুরুর সময় ভবন মালিক নিচ তলার দরজা খুলে দিয়েছে বুঝতে পেরে তিন তলা থেকে লাফ দিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন। এতে তিনি আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি পায়ে আঘাত পেয়েছেন। রকি বড়ুয়া চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে পাঁচলাইশ থানায় তিনটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

র‍্যাব কর্মকর্তাদের দাবি, সাঈদীর মুক্তির মিশন নিয়ে রকি বড়ুয়া সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাব-৭ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মশিউর রহমান জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার রকি বড়ুয়া মূলত প্রতারক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ থাকার বিষয়টি তিনি প্রচারণা করেন এবং এর মাধ্যমে প্রতারণা করেন।

গোয়েন্দা তথ্য উল্লেখ করে মশিউর রহমান বলেন, সম্প্রতি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলের বৈঠক করেন রকি বড়ুয়া। ওই বৈঠকে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা হয়। এমন পরিকল্পনার তথ্য পাওয়ার পর থেকেই রকিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছিল। সেই ধারাবাহিকতায় রকিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। অবশ্য, কয়েকদিন আগে থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাসুদ সাঈদী ও ধর্মীয় বক্তা তারেক মনোয়ারের সঙ্গে রকি বড়ুয়ার বৈঠকের কিছু ছবি প্রচারিত হয়।

র‍্যাব কর্মকর্তাদের ভাষ্য, গত ১ এপ্রিল মাওলানা দেলায়ার হোসেন সাঈদির ছেলে মাসুদ সাঈদি ও তারেক মনোয়ারের সঙ্গে লোহাগাড়ার উপজেলার চরম্বা ইউনিয়নে নিজ বাড়িতে বৈঠক করেন রকি বড়ুয়া। ওই বৈঠকের মূলত দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধে দন্ডিত সাঈদীকে মুক্ত করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। এই বৈঠকের পরই ২ এপ্রিল মওদুদিবাদি বাংলাদেশের জামাত ছাত্রশিবির অন লাইমে সাঈদীর মুক্তিতে সক্রিয় প্রচারণা শুরু করে। পরদিন ৩ মে লোহাগাড়া এলাকায় রকি বড়ুয়ার গ্রামের বাড়ির পাশের একটি বৌদ্ধমন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এরপর থেকেই রকিকে খুঁজছিল র‍্যাব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

করোনাভাইরাস: শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন

মহামারীর দিনে সবাইকে থাকতে হবে বাসায়, মুক্ত আকাশ মিলছে শুধু ছাদে। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভিমহামারীর দিনে সবাইকে থাকতে হবে বাসায়, মুক্ত আকাশ মিলছে শুধু ছাদে। বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে শিশুদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করাতে হবে।বাসা, স্কুল, পড়া, খেলা- স্বাভাবিক ছন্দময় জীবনের ছন্দপতন শুরু হয়েছে করোনাভাইরাসের কারণে। ছুটি ঘোষণা দেওয়ার পর প্রথম প্রথম বিষয়টা হয়ত আনন্দের ছিল। তবে দিন গড়ানোর পাশাপাশি আনন্দের জায়গায় হয়ত দখল করছে অস্থিরতা।যেকোনো পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যত সহজে খাপ খাওয়াতে পারে, শিশুদের কিন্তু একটু বেগ পেতে হয়। আর এই মহামারীর পরিস্থিতি পুরো বিশ্বের জন্য নতুন এবং অপরিচিত। বিশেষ করে যেসব শিশুর বয়ঃ সন্ধিকাল চলছে।

জিসান নামের এক কিশোরের কথাই ধরা যাক। সঙ্গত কারণেই ছদ্মনাম ব্যবহার করা হল। সপ্তম শ্রেণির এই ছাত্রের স্কুল বন্ধের সঙ্গে বন্ধ হয়েছে আরও অনেক কিছু। সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টার অভাববোধ করছে, তা হচ্ছে টিফিন পিরিয়ডে অথবা স্কুলের পরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর ক্রিকেট খেলা। বসে বসে সে শুধু ভাবে কবে সবকিছু আগের মতো হবে? কোচিং আর প্রাইভেট টিউটর বন্ধ হয়েছে বলে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেও, আরেকটা দুশ্চিন্তা মনের ভেতর কাজ করছে, সেটা হচ্ছে স্কুল খুললে পড়াশোনার সঙ্গে তাল মেলাতে পারবেতো? মোবাইলে গেমসও আর ভালো লাগছেনা। এদিকে বাবা মা সারাদিন বাসায় থাকায় সার্বক্ষণিক তাকে উপদেশ শুনতে হচ্ছে! যতটুকু পড়ার দরকার, ততটুকু তো সে পড়ছে, স্কুল থেকে অনলাইনে যা হোম ওয়ার্ক দিচ্ছে তা তো সে করছেই! আর ইদানীং তার মনে হয়, এত পড়েই বা কি হবে? করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সব মানুষতো মরেই যাবে! তার মাথায় সারাক্ষণ উল্টাপাল্টা সব কথা ঘুরছে। ভয় পাচ্ছে এই ভেবে যে, যদি তার কাছের প্রিয়বন্ধু বা মানুষকে হারিয়ে ফেলে।

বয়ঃসন্ধিকালে সব মানুষই মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে পারিপার্শকি এই পরিবর্তন তাদেরকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও যত্নবান না হন।তাই পরিবারের শিশুদের প্রতি এসময় বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হওয়া এই সময়ে স্বাভাবিক। তবে সারাক্ষণ দুঃশ্চিন্তা করা, ঘুমের সমস্যা হওয়া, দুঃস্বপ্ন দেখা, খাবারে অনীহা প্রকাশ, পড়াশোনা বা যেকোনো কাজে মনোযোগ দিতে না পারার মতো বিষয়গুলো স্বাভাবিক বলা যাবে না।আর এই অবস্থায় শিশুটির জন্য একজন মনোবিজ্ঞানীর বা মনোঃ চিকিৎসকের এর শরণাপন্ন হতে হবে।আর পরিস্থিতি মোকাবিলায় কিছু বিষয় আমাদের দৈনন্দিন চর্চায় আনতে হবে।প্রথমত: করোনাভাইরাসের এই মহামারীরর পরিস্থিতিতে বাবা-মা তাদের সন্তানকে জীবনের খুব মূল্যবান দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে পারেন; আমাদের জীবনে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অনিশ্চয়তা আসে এবং সেই অনিশ্চয়তার ভিতরেও জীবনকে আমারা এগিয়ে নেই।

বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মাধ্যমে আপনি আর আপনার সন্তান সেই ইতিবাচক দর্শনটাকে একসঙ্গে আত্মস্থ করছেন এবং নতুন একটা পথে হাঁটছেন! এভাবে সন্তানের কাছে এই সঙ্কটের সময়টা তুলে ধরা যেতে পারে। বারবার শঙ্কা বা উদ্বিগ্নতার কথা সন্তানের সামনে না বলে, নিজেদের ভেতরে অথবা বন্ধুমহলে অথবা আত্মীয়ের সঙ্গে টেলিফোনে বা অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন। আর নিজেরা একটু হালকাবোধ করতে পারেন।

মহামারীর দিনে ঘরবন্দি জীবন। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভিমহামারীর দিনে ঘরবন্দি জীবন। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভিদ্বিতীয়ত: বড়দের মতো এসময় বাচ্চাদের ভেতরেও একটা হারানোর ভয় কাজ করতে পারে। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের থেকে সামাজিক দূরত্বে থাকার কারণে তাদের ভেতরে কিছু চিন্তা আসতে পারে। যেমন- বন্ধুদের সঙ্গে দূরত্বের কারণে যদি কোনো বন্ধু হারিয়ে যায়; যদি তারা আর তাদের দৈনন্দিন উপভোগ্য কাজগুলো যেমন- খেলাধুলা, ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদি কখনও করতে না পারে; করোনারভাইরাসের প্রভাবে যদি কাছের কাউকে হারিয়ে ফেলতে হয় ইত্যাদি।এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তার ফলশ্রুতিতে তারা ভীষণ একাকিত্ব, অসহায়, বিষণ্ণ আর আশাহত অনুভব করতে পারে। তাই শিশুরা এই পরিস্থিতিতে কী ভাবছে এবং কী অনুভব করছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। তাদের অনুভূতির প্রকাশটাকে বাধা না দিয়ে শ্রদ্ধা করতে হবে অর্থাৎ শিশুদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, এই পরিস্থিতিতে তার ভেতরের অনুভতিগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি তার পাশে আছেন।

যখন কোনো পরিস্থিতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না সেটা আমাদের মধ্যে ভীতি, হতাশা এবং উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি করে। আর এই অনুভূতিগুলো সবসময়ই আমাদের মনে অনুভূত হতে থাকলে শরীরেও এর একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। আমরা অসুস্থবোধ করি। তাই যেটা আমাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে তা থেকে ভাবনাটা যদি একটু বিপরীত দিকে সরিয়ে ফেলি, তাহলে কেমন হয়? অর্থাৎ যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেটার উপরে মনোযোগ দেওয়া। যেমন- নিরাপদ থাকার নিয়মগুলো নিজে মেনে চলা এবং অন্য মানুষকে সচেতন করা, নিজের দক্ষতা আর সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সমাজের মানুষের জন্য কিছু করা।বর্তমান পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের ভেতর মানবতাবোধ তৈরি এবং আত্মস্থ করার এক মোক্ষম সময়।

তৃতীয়ত: এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন দুর্যোগাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। বাড়ির বড়রা উদ্বিগ্ন থাকতে পারেন এবং অনেক সময় বাড়ির শিশুদের সঙ্গে নেতিবাচক আচরণও করে ফেলতে পারেন। ফলে শিশুরা মনের ভেতরে ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করে, নিজেদের অসহায় এবং ছোট ভাবতে থাকে।এটা না করে বরং শিশুদের সঙ্গে এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা যেতে পারে। আর এ অবস্থা উত্তরণে তাদের কোনো পরামর্শ আছে কিনা এবং না থাকলেও তারা তাদের অবস্থান থেকে কি করতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এতে তারা পরিবারের সঙ্গে একাত্মবোধ করবে। একাকিত্ব বোধের বদলে নিজেকে পরিবারের একজন সক্রিয় সদস্য ভাবতে শিখবে।চতুর্থত: করোনাভাইরাস সংক্রান্ত আপডেটগুলো বিশ্বস্ত তথ্যসূত্র থেকে জানতে হবে। আর এ সংক্রান্ত খবর জানার ক্ষেত্রে শিশুর বয়সটাও গুরুত্বপূর্ণ।

খুব ছোট শিশু (৬-১২ বছর) যদি সার্বক্ষণিক এ সংক্রান্ত নিউজ দেখে তাহলে তাদের মস্তিষ্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আর একটু বড় শিশুদের (১৩-১৮ বছর) ক্ষেত্রে বাস্তবিক নিউজগুলো দেখতে দেওয়া যেতে পারে তবে সার্বক্ষণিক তারা যাতে টিভি/ সোশ্যাল মিডিয়াতে এ সংক্রান্ত নিউজ না দেখে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।কারণ যেকোনো নেতিবাচক ঘটনা বা ছবি অথবা ভিডিও শিশুসহ যেকোনো বয়সীদের মস্তিষ্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যদি তার মাত্রা অতিরিক্ত হয় যদিও মানুষ আর বয়সভেদেও এর প্রভাব ভিন্ন হতে পারে। তবে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া নয় বরং বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া শেখাতে হবে আমাদের শিশুদের।

পঞ্চমত: শিশুর স্কুল বন্ধ বলে বাসায় সারাক্ষণ পড়াশোনার জন্য তাকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সার্বক্ষণিক উপদেশ দিতে থাকলে সেটা কার্যত কোনো ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসেনা। এ সময়ে যেহেতু শিশুরা সার্বক্ষণিক ঘরে থাকছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে খেলাধুলা এবং শরীরচর্চার সুযোগ সীমিত। তাই একটু অন্য উপায়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে।বাসার ছাদে, নিরাপত্তার ঝুঁকি না এড়িয়ে বাচ্চাদেরকে খেলতে দেওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে। যাদের ইনডোর গেমসের সরঞ্জাম আছে তারা ঘরের ভেতরেই প্রত্যেকদিন অন্তত এক ঘণ্টা খেলার ব্যবস্থা করতে পারেন।

তাছাড়া বাবা মায়েরা নিজেদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই ছাদে হাঁটতে পারেন। এছাড়াও ঘরের কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার দক্ষতা অর্জন করবে।বাচ্চারা কথা নাও শুনতে চাইতে পারে। এক্ষেত্রে নেতিবাচকভাবে না বলে বরং ইতিবাচকভাবে আবেদন করলে বা সাহায্য প্রার্থনা করলে শিশুরা বাবা মায়ের কথাগুলো শুনতে আগ্রহী হবে।

শিশু সার্বক্ষণিক ঘরে থাকার কারণে পড়াশোনার পাশাপাশি তার ধর্মীয়চর্চা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা, যে কোন সৃষ্টিশীল শখের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। ষষ্ঠত: যে কোনো উদ্বিগ্ন পরিস্থিতিতে নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে গুরুত্ব দিতে হয়। কারন নিয়মমাফিক এবং মনযোগী শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের উদ্বিগ্নতার স্তর কমিয়ে আমাদের মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সাহায্য করে। বাবা মায়েরা নিজেদের পাশাপাশি শিশুদেরও এ বিষয়ে অবগত করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে

যেসব বিষয় আমাদের মনে ভালোলাগা তৈরি করে সেই বিষয়গুলোতে মনযোগী হতে হবে। বাবা মায়ের ভালো বোধ করার সঙ্গে সন্তানের মানসিক ভাবে ভালো থাকা জড়িত। কারণ বাচ্চারা অনেকাংশে অনুভূতির প্রকাশ শেখে বাবা মায়ের অনুভূতির প্রকাশ থেকে। পরিবারের সব সদস্যরা দিনের কোনো একটা সময়ে 'আনন্দ ঘণ্টা' কাটাতে পারেন। যেমন, একসঙ্গে বসে একঘন্টা আনন্দের সব বিষয় নিয়ে স্মৃতিচারণ করা।এ পরিস্থিতিতে জীবনকে উপভোগের পরিবর্তে, জীবন বাঁচানোর দিকেই সবাই মনোযোগী হয়ে পড়ায় মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াটা অনেকের কাছে বিলাসিতা মনে হলেও হতে পারে।

তবে জেনে রাখুন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা খুবই জরুরি। কারণ মানসিক সুস্বাস্থ্যই কিন্তু শারীরিক সুস্বাস্থ্যের ইন্ধনদাতা। তাই নিজে ভালো থাকুন এবং আপনার পরিবারের শিশুটিকে ভালো রাখুন। তারাই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ।

একটু নিঃশ্বাসের আশ্বাসে নেপালে

চেনাজানা পরিবেশ থেকে কিছুটা দিনের জন্য পালিয়ে বাঁচার তাগিদে হুট করেই নেপাল যাওয়া।প্রথম গন্তব্য কাঠমান্ডু। অন অ্যারাইভাল ভিসা। ঢাকায় ইমিগ্রেশন পার করে, নাশতা সেরে ডিউটি ফ্রি শপগুলোর পাশে বসে আছি। ১১টায় ফ্লাইট। এখন ৯টা ৪২মিনিট। পালাতে হবে চেনা আকাশ ছেড়ে। পকেট একেবারে করুণ, কিন্তু যেতেই হবে।ভাবছি অনেক কথা, যেগুলো ঘুরপাক খায় বা খেতেই থাকে, তার সঙ্গে যোগ হয় নতুন অনেক কিছু। কিছু মিশে যায়, কিছু ঢেকে যায়, কিছু নতুন কথা হয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। কাঠমান্ডু কলিং।কাল লাগেজ গোছাবার সময় খুব প্রিয় মানুষের ফোন পেয়েছিলাম। আমি তখন কারও অভ্যেস আয়ত্ব করবার প্রচেষ্টায় রোল করছি কাপড়। কিছু অভ্যেস স্বভাবে থেকে যাক। আচ্ছা ভ্রমণ বিলাস লিখব ভাবছিলাম, তার মধ্যে কী কী সব লিখছি?

পাশের প্যাসেঞ্জার দেখছি ল্যাপটপ খুলে বসলো। কী যেন পড়বে। আমি পড়ালেখার মাঝে নাই। বিগ ব্লকেড। আরও একঘণ্টা বাকি।১০টা ৪৫ মিনিট। অন বোর্ড, এফ সিরিজের সিট। জানালার পাশে। আকাশে কিছুটা বেশি সময় ঘুরপাক দিতে হল। ৪৫ মিনিট এর মতন। বিমান অবতরণ এর জায়গা নেই। তাতে কী? 'আই অ্যাম ওয়াচিং মাউন্টেইনস উইথ গ্লিটারিং আইজ'।আচ্ছা, এটা কি অন্নপূর্ণা নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা? হবে কিছু একটা। অসম্ভব শুভ্র।নামার সময়ের ধাক্কাটা বরাবরের মতোই ভালো লাগলো। ছোট্ট একটা এয়ারপোর্ট। হিসেব কষে বের হলাম হোটেলের পথে। প্রিপেইড ট্যাক্সি সার্ভিস। দেশটা আমার দেশের মতোই। কেবল পথে জটলা কম। গন্তব্যের আগেই নামতে হল। রাস্তা কাটা। অগত্যা লাগেজ নিয়ে হাঁটা।দু''পাশে অসংখ্য ছোট বড় দোকান। অসম্ভব সুন্দর মূর্তি, মুখোশ আরও অনেক কিছু। আকাশটা ঢাকা 'প্রেয়ার ফ্ল্যাগ' দিয়ে। সবুজ, লাল, হলুদ, সাদা, নীল। থাকার জায়গাটা ভালো। চার তলায়, ছোট একটা ব্যালকনি। জানালা খুলে বাইরে তাকাতেই পুরানো গোছের একটা বাড়ি। তিনতলায় তিনটা বাচ্চা খেলছে। দুইজন ভদ্রমহিলা - হেঁশেলের কিছুই করছে বুঝি।'নামাস্তে ক্যাফেৎ। বি ৫২। বিকেল। সন্ধ্যেও গড়ালো। বাইরে আঁধার নামছে, বাড়ছে রঙিন বাতির ছটা। বাইরে খোলা বারান্দায় না বসে ভেতরেই বসলাম। গদিতে। পাশেই কাঠের ফ্রেমে কাঁচের জানালা। একটা অদ্ভূত মৃদু আলো মেখে যাচ্ছে গায়ে। মনটা উদাস হল।বেরোলাম। হেঁটে একটু সামনে যেতেই স্যাম''স বার। সামবুকা, জ্যাগামাস্টা রাত। সঙ্গে পপকর্ণ। দোতালা, দেয়াল জুড়ে অনেক লেখালিখি। চোখ পড়লো নোটিশে- 'উই ডোন্ট সার্ভ উইমেন, ব্রিং ইওর ওউন'।স্যামকে বিদায় দিয়ে হোটেল এর পথে। ওয়ান স্টপ শপ। এখানে দুষ্টু পানির বিশাল কালেকশন। অবশ্য কোণার দোকানে দোকানেও তাই। ওল্ড দরবার ব্ল্যাক চিমনি, কালো গর্জাস।আরেকটা সকাল। পর্দার মাঝ দিয়েই জোর করে ঢুকে পরা সোনালি আলো। প্রেমে পড়বার মতো আলো। পড়লামও বোধ হয়। নিচে নেমে 'কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট'। ফিরলাম আবারও। প্রেমিক আলোকে বুড়াঙ্গুল দেখিয়ে গা এলিয়ে দিলাম কম্বলের নিচে। নিকুচি প্রেমের, ঘুম একমাত্র সত্য! ওম শান্তি ওম!

বেলা গড়িয়ে প্রায় দেড়''টা। বেরোলাম কম্বল ফেলে। হেঁটে খাবার খোঁজে। মমো নেওয়া হল চিকেন আর বুল। উইংস, মাশরুম আর টফু স্টিক। ঝাল সস আর টমেটো সস। খেয়েই আগে বারলাম, গন্তব্য পশুপতি নাথ টেম্পল। থামেল থেকে ৪শ' রুপি।ট্যাক্সি থামতেই চোখ আটকালো ছোট ছোট সব ক্রাফটশপগুলোয়। শিভা, বুদ্ধ, তারাদেবী, গাণেশ-এর মুখোশ, রুদ্রাক্ষের মালা, অর্চণার ফুল, সিঁদুর। হবে, হবে তিতলি। ধৈর্য্যে মিলায় বস্তু অস্থিরতায় বহুদূর।

মন্দিরে ঢুকতেই চোখ পড়লো শিবলিঙ্গ। আরেকটু হেঁটে হাতের বামে ঝাঁক বাঁধা কবুতরের দল। গাইড আসলো। বাংলাদেশ শুনে বলল- বাংলায়, ভালো আছে? ভাঙা বাংলায় কথোপকথন চালিয়ে গেল।বুঝলাম মন্দিরের এপাশটা হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত, টুরিস্টদের জন্য টিকিট প্রযোজ্য এবং সীমা নির্ধারিত। ঠাকুর দেখে ভেতরে, আরও ভেতর যাচ্ছি। নাকে পোড়া মাংসের গন্ধ, বুঝলাম দাহ্য হচ্ছে। সঙ্গে আরও কিছু নিথর শরীর- অপেক্ষায়। দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ।মানুষ মরে গেলে ফিরে আসে না। তার দেখা মিলতে পাড়ি দিতে হয় একটা জীবন, জীবন ছাপিয়েও নানান 'ফর্মালিটি'। একেই বলে নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়?

ফেরার পথে গণেশ নিয়ে তবেই ফিরলাম। সুন্দর মেয়েদের মন কঠিন হয় নাকি? হয় বুঝি। শিব এর 'চিজল্ড ফেইস'-এর মুখোশটা নেওয়া হলনা। দোকানী দিদি এক চুল নামবেনা পয়সার হিসাব এ।গাইরিধারা রোড, কানকাচো বিনায়ক ছাড়িয়ে ট্যাক্সি শীতাপাইলাতে। পাহাড় দেখছি অবাক হয়ে। কত ক্ষুদ্র আমি বা আমরা। চন্দ্রগীরী হিল এ। ছবি তুলতে মন চাচ্ছে না। কিছু মুহূর্ত না হয় মনেই প্রদর্শিত হোক চিরকাল।কেবল-কার'য়ের লাইন। সাতজন উঠলাম। তারে চড়ে পাহাড় এর চূড়োয়। রোদ আর হিমেল বাতাসের অদ্ভূত খেলা।চোখ পড়ল মন্দিরে। মন্দির বরাবরই কেনো যে টানে খুব। এটা বালেশ্বর মন্দির। ছিমছাম। দূরে মেঘ জমছে, বাতাসের দাপট বাড়ছে। ফিরতে হবে। সাঁঝ বেলায় সূর্য স্যারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, যেতে হবে নাগরকোট। তার বেয়ে নেমে আসছি।

গরকোট যাওয়ার পথে উথাল পাথাল ঘুম হল। ঘড়িতে ৫টা ২০মিনিট। ২২০ টাকার টিকিট (জন প্রতি) কেটে পাহাড় বাইছি- জিপে চড়ে। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ভ্যালি, সবুজ আর হলুদের অদ্ভূত সব শেইড। কেমন যেন পাগল পাগল লাগছে। মানে অত্যাধিক মন ভালো হওয়ার পাগলা ভাব।মনে হচ্ছে এটাই এই পাহাড়ের শেষ সীমা। পথটা সরু হচ্ছে আর চোখ ঈর্ষালু হচ্ছে সৌন্দর্যের মাধুর্যতায়। উফ! সত্যিই উফ বলার মতোই। পাহাড়ি ছন্নছাড়া গাছগুলো অসম্ভব সুন্দর! আহা! আরেকটু আগে আসতাম!! ক''টা সিড়ি বেয়ে হাতের বামে অভ্যর্থনা। তার আগেই বিরাজ আছেন শিব। আমি 'রিসিভড উইথ কেয়ার বাই দ্যা হোটেল অথরিটি', তারপর আরও কিছু সিঁড়ি বেয়ে দো''তালায় প্রথম ঘরটা আমার জন্য বরাদ্দ। সন্ধ্যে ঘনিয়েছে, জল রংয়ের মতো ঢলে পড়ছে কালো। রুমের সামনে দিগন্ত মেলা বারান্দা। বেশ ক''টি টেবিল-চেয়ার। আপাতত আর কিছু দেখছি না।অস্থিরতার সঙ্গে ক্ষুধাও বাড়ছে। রুমে একটু থিতু হয়ে বেরোলাম এখানকার রেস্তোরাঁয়। স্যুপ নিলাম। এরা কাসার বাসন কোসনে খাবার পরিবেশন করে। বিষয়টা নান্দনিক হলেও আমার জন্য হ্যাপা। আমার কেমন গন্ধ লাগে। যাহোক, পেটে কোনো রকম সেঁটে ফিরলাম রুমে। কাঁপছি রীতিমত। বেশ ঠাণ্ডা। হিটিং প্যাড বের করে কোমড়ে গরম সেঁক নিলাম। এটা ওটা করতেই রাতের খাবার সময় হয়ে এল। রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার আগেই রাতের খাবারের ফর্দ দিয়ে আসতে হয়েছিল এবং কথা মতো তা রুমেই পরিবেশিত হল।যিনি খাবার দিয়ে গেলেন তার পিছে পিছেই রুম ছাড়লাম। আমার রুমের সামনের যেই দিগন্ত মেলা বারান্দা- সেখানে। নিচে, খুব নিচে টিম টিম কিছু বাতি জ্বলছে। ওখানে লোকালয় হয়তো। আকাশকে সাক্ষী রেখে সেদিন খুব কেঁদেছিলাম, খুব। সাগরের সামনে যেমন মন খুলে যা খুশি বলে ফেলা যায়, তেমন করে কেঁদেছিলাম।আজ আকাশটা মেঘে ভারী, কে জানে কাল সূর্যের দেখা মিলবে কিনা। ঘুমোতে যাওয়া উচিত। তলিয়েও গেলাম জলদি। সকালটা ধরতে হবে।ভোর ৫টা ৩৫ মিনিটেও এত্ত রাত। চারিদিক অন্ধকার। আরও কিছুক্ষণ বাদের আলসি আলসি আলো। আশপাশের ছাদেও মানুষ জমছে যদি বিশিষ্ট সেলিব্রিটির দেখা মিলে।একজন বয়স্ক ভদ্র মহিলাকে দেখা গেল সামনের ছাদের। তিনি স্রোতের বিপরীতে গিয়ে সূর্য খুজছেন। যাহোক, মূল স্রোতের দিকটাতেই স্যার দেখা দিলেন। বেশি সিদ্ধ হয়ে যাওয়া ডিমের কুসুমের মতো ফ্যাকাসে একটা সূর্য। তাকে দেখতে এত আয়োজনের কোনো মাজেজা আমার চিনা বাদামসম মগজে আসর ফেলে নাই। এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল আমার সাজেকে।ছাদ থেকে নামলাম, আমার সেই বারান্দায়। ভাবলাম বসি আরও কিছুক্ষণ, আলো ফুটুক আরেকটু। আলো যত বাড়ছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। অদ্ভুত সুন্দর সব ফুল। অবলীলায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস টার্কি, হাঁস, তিতির মুরগী। একটু পর পর মিস্টার টার্কি আজগুবি শব্দ করে করে গা ঝাড়া দিচ্ছেন।

ভালো লাগছে। জীবন ভালো। আবার এদেশে আসলে তাদের সঙ্গে বেশ ক'টা দিন কাটিয়ে যাব। আরেকটু আলো ফুটতেই মনে হল ওপাশটা দেখে আসি। হেঁটে নামছি।নেমে নেমে বেশ কিছু দূর। একটা টং দোকান আছে, চা পাওয়া যায় ওতে। আমার সঙ্গে মোবাইল ফোন (যাতে সিম ও ইন্টারনেট কিছুই নাই) ছাড়া কিছু নাই। পার্সটা থাকলে চা খাওয়া যেত। আরও কিছু দূর যেতে ইচ্ছে হলেও গেলাম না। নামছি তো আরাম করেই, উঠতে জীবন-যৌবন বিসর্জনের দশা হবে 'ফর শিওর'। লোভ সামলে হোটেলের দিকে ফিরছি। গাড়ির চালক অপেক্ষায়। নাস্তাটা সারলেই আবার ফিরতে হবে থামেল। আমার ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

না ফেরার একটা দেশ থাকলে ভালো হত। যার পরিচিত জীবনে ফিরতে ইচ্ছা নাই, সে না ফেরার দেশে থাকবে। যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। সেখানে যারা থাকবে, তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় হবে, শেখা-দেওয়া-নেওয়া হবে। তারপর ইচ্ছে হলে সে ফিরে যাবে নতুন ভাবে, নতুবা এখানেই থাকবে।এটা আমার হোটেল না, এর পাশেরটা আমার। যেটা দেখা যাচ্ছে না। এই পথ বেয়েই ফিরছিলাম। এখন আর শীত নেই। আরাম একটা আবহ। একটা শীতল বাতাস আছে অবশ্য মাঝে মাঝে। মাথায় বার বার একটা কথাই বাজছে- আকাশ বদল, মেঘের বদল, দূরত্বেও 'বরফ মাখা জল'। বরফ মাখা জল ভালো না, গলা বসে যায়, ঠাণ্ডা লাগে। বুঝিতো আমি, তাও।থামেল ফিরে একটু বিরাম। হাতে মেলা কাজ- দরবার স্কয়ার, গার্ডেন অব ড্রিমস, অনেক কিছু বাকি।

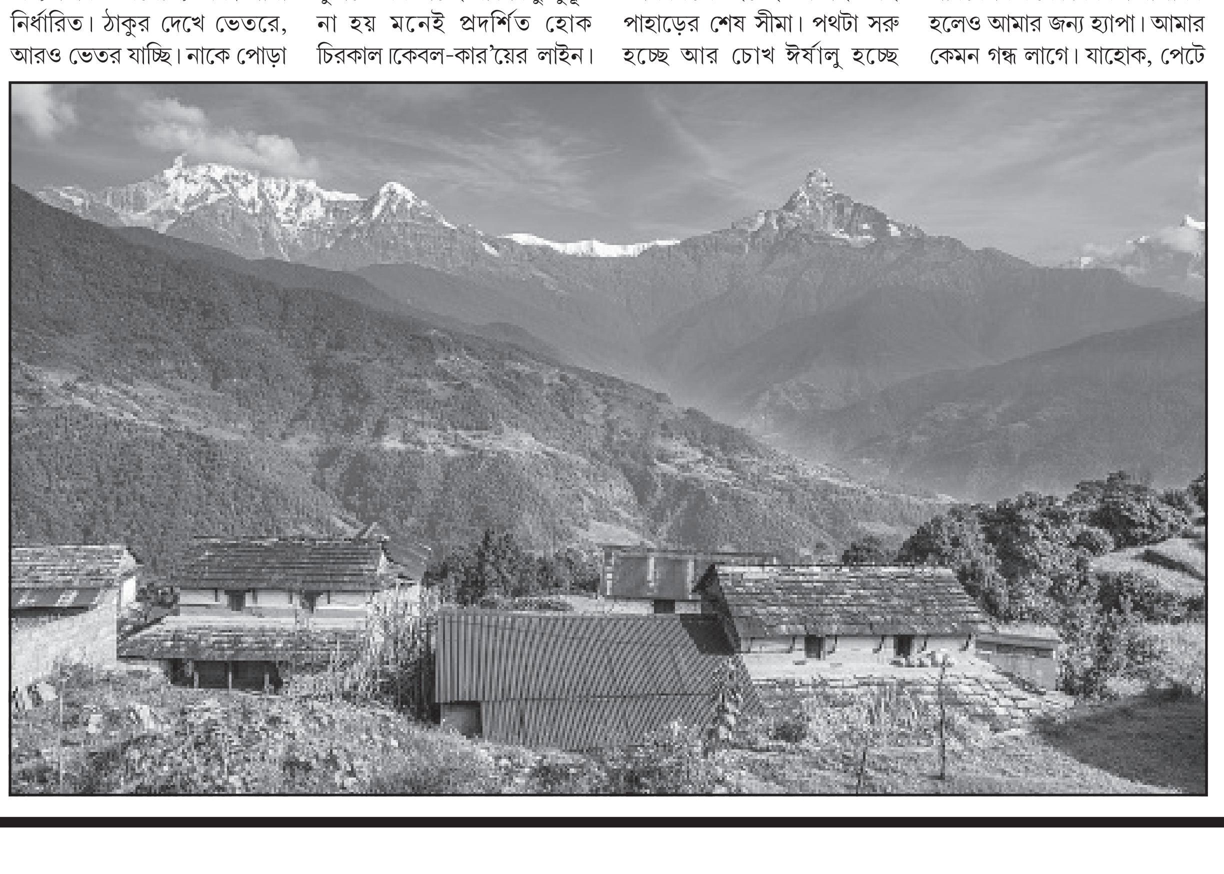

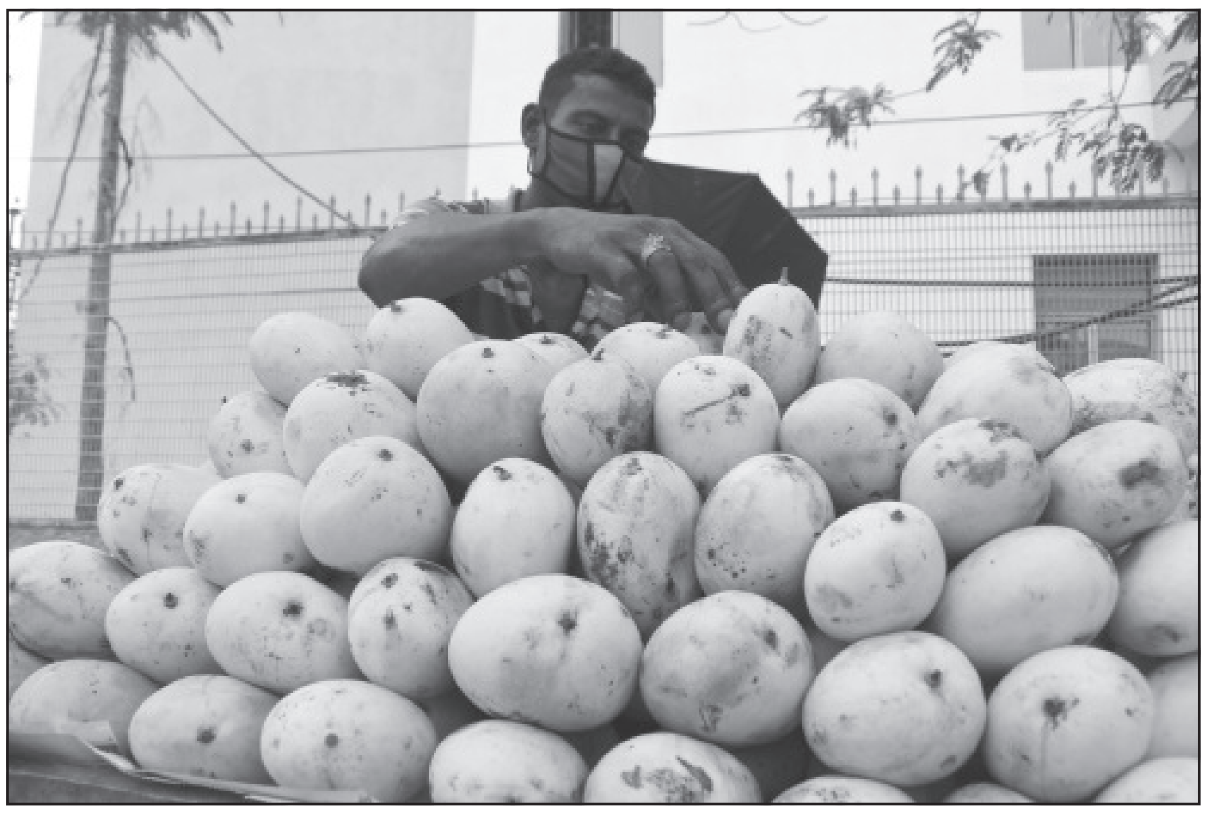

বাজারে এসেছে রসালো আম। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল দিল্লি, তীব্রতা মাত্র ২.২

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী দিল্লি। শুক্রবার বেলা ১১.২৮ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নয়াদিল্লি থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.২।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জনিয়েছে, শুক্রবার বেলা ১১.২৮ মিনিট নাগাদ ২.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নয়াদিল্লি থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল উত্তর দিল্লির পিতমপুরা, ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার গভীরে।

ধোপে টিকল না আর্জি, মদের দোকান বন্ধের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): মদের দোকান খোলা থাকার কারণে সামাজিক দূরত্ব এবং করোনা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি মানাই হচ্ছে না, তাই অবিলম্বে মদের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। সুপ্রিম কোর্টে এমনই আবেদন জানানো হয়েছিল, কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

শুক্রবার মদের দোকান বন্ধের আবেদন খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, শুধুমাত্র প্রচারের আলোয় আসার জন্যই এই ধরনের আবেদন জানানো হয়। একইসঙ্গে আবেদনকারীকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে শীর্ষ আদালত।

এই বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও-এর বেঞ্চে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত হয় শুনানি। এই আবেদন জানিয়েছিলেন পেশায় আইনজীবী প্রশান্ত কুমার।

করোনা মোকাবিলায় চারটি হাসপাতাল গড়ছে টাটা ট্রাস্ট, পরিষেবা শুরু জুনে

মুম্বাই, ১৫ মে (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে চারটি করোনা হাসপাতাল গড়ে তোলার ঘোষণা করলেন টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রতন টাটা। চারটি সরকারি হাসপাতালকেই গড়ে তোলা হবে করোনা হাসপাতাল হিসেবে। পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবাতেও প্রয়োজনীয় বদল হবে খুব তাড়াতাড়ি।

করোনা মোকাবিলায় ৫০০ কোটি অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন রতন টাটা। বলেছিলেন, আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তায় এই টাকা খরচ করা হবে। টাটা গ্রুপের তরফ থেকে ফের ঘোষণা করা হল, করোনা রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য চারটি সরকারি হাসপাতালকেই কোভিড হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সেখানে আইসোলেশন ওয়ার্ড, আধুনিক ভেন্টিলেটর সিস্টেম ও করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সুরক্ষার সবরকম সরঞ্জাম পর্যাপ্ত পরিমাণেই থাকবে। আগামী ১৫ জুন থেকে হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে।

বিশ্বে করোনা- আক্রান্ত ৪.৪ মিলিয়নের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ৩,০২,০২৫

ওয়াশিংটন, ১৫ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে প্রাণহানি চলছেই, আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ০২ হাজার ০২৫-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত হয়েছেন ৪.৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ। ১৫ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৪ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩,০২,০২৫।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১.৪ মিলিয়নের বেশি, রাশিয়ায় সংক্রমিত ২৫২,২৪৫, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৯,৫৪০, ইতালিতে সংক্রমিত ২২৩,০৯৬ এবং ব্রিটেনে আক্রান্ত ২৩৪,৪৩৯।

চন্দ্রকোনায় কোরোনা আক্রান্ত পুলিশকর্মী

চন্দ্রকোনা, ১৫ মে (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার মল্লেশ্বরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এক পুলিশকর্মী। তিনি কর্মসূত্রে কলকাতায় ছিলেন। বাড়িতে দেখা করতে এলে এক দুর্ঘটনায় পা ভাঙে। প্রথমে চন্দ্রকোনায় একটি নার্সিংহোমের পরে ঘাটালের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। এরপর একই দিনে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাঁকে। সেইখানেই তাঁর কোরোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। ওই পুলিশ কর্মীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খোঁজ চালাচ্ছে চন্দ্রকোনা পুলিশ প্রশাসন।

চন্দ্রকোনা পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড মল্লেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দা ওই পুলিশকর্মীর কোরোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ওই ব্যক্তি কর্মসূত্রে কলকাতায় ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত।

১১ মে চন্দ্রকোনায় নিজের বাড়িতে ফেরেন। পরেরদিন ১২ মে দুর্ঘটনায় পা ভেঙে যায়। প্রথমে চন্দ্রকোনায় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ওইদিনই তাঁকে ঘাটালের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে একই দিনে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। ১৩ মে কোরোনা পরীক্ষার জন্য সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বৃহস্পতিবার তাঁর কোরোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে বলে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে খবর।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৭৫৪ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত ৮৫,৮১৩

ওয়াশিংটন, ১৫ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের বাড়ল মৃত্যু, বাড়ল আক্রান্তের সংখ্যাও। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,৭৫৪ জন। নতুন করে ১,৭৫৪ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৮৫,৮১৩-তে পৌঁছেছে।

শুক্রবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় (স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত) আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,৭৫৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫,৮১৩। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৪১৬,৫২৮-এ গিয়ে ঠেকেছে।

উন্মুক্ত বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা, পুণ্যার্থীদের প্রবেশে অনুমতি নেই

জোশিমঠ (উত্তরাখণ্ড), ১৫ মে (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে উন্মুক্ত হল বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। শুক্রবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় রীতিনীতির পর খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। মন্দির খুললেও, করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে এখনই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না ভক্তরা। এদিন ভোরে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সময় প্রধান পুরোহিত রাওয়াল ঈশ্বরী প্রসাদ নাম্বুদিরি-সহ ২৮ জন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। প্রত্যেকের মুখেই মাস্ক ছিল এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই সমস্ত ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন তাঁরা।

পাহাড়ের কোলে অবস্থিত বদ্রীনাথ মন্দিরকে ফুল দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যে সাজিয়ে তোলা হয়। ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় রীতিনীতির পর খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। করোনার প্রেক্ষিতে পুণ্যার্থীদের প্রবেশে এখনই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। মন্দির খোলার পর, মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে প্রথম পূজার্চনা হয়।

চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে করোনা-আতঙ্ক

বেজিং ও সিওল, ১৫ মে (হি.স.): চিন ও দক্ষিণ ফের বাড়ছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা! বাড়ছে করোনা-আতঙ্কও। চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া, উভয় দেশেই নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন যথাক্রমে-৪ জন ও ২৭ জন। দুই দেশে অবশ্য নতুন করে মৃত্যুর খবর নেই।

চিন : শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে ৪ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ফলে চিনে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৯৩৩। চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪,৬৩৩ জনের।

দক্ষিণ কোরিয়া : দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে এক ধাক্কায় ২৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। ফলে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১,০১৮ জন। দক্ষিণ কোরিয়ায় এখনও পর্যন্ত ২৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

১০১ বেড়ে জার্মানিতে করোনায় মৃত্যু ৭,৮২৪ জনের,

বার্লিন, ১৫ মে (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (১৪ মে সারাদিনে) জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১০১ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯১৩ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৭৩,১৫২ জন এবং মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৭,৮২৪ জনের। শুক্রবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৯১৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৭,৮২৪ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৩,১৫২ জন।

মাস্ক না পরার জন্য প্রশাসনের তরফে সাধারণ জনগণকে জরিমানা করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগবে, আশা তসলিমার

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে দারিদ্র্য মোকাবিলায় অতিরিক্ত ১০০ কোটি মার্কিন ডলার দিচ্ছে। এ কথা জানিয়ে টুইট করেছেন চিকিৎসক তথা নির্বাসিত লেখিকা তাসলিমা নাসরিন। টুইট করে শুক্রবার তিনি বলেন, খুব ভাল! আশা করি এই অর্থ পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজে লাগবে। পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পারি দিয়ে ওদের ঘরে যেতে হবে না। এদিন অপর একটি টুইটে তসলিমা বলেন, আমি বুঝিনা যে আলোচনাটা বাইরে হচ্ছে না, সেটা রিপোর্ট করার জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকদের কেন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ভেতরে থেকেও তো সেটা জানাতে পারেন।

মৃদু ভূমিকম্প মার্কিন মুলুকে, রিখটার স্কেলে মাত্রা ২.৬

ওয়াশিংটন, ১৫ মে (হি. স.) : করোনার জেরে আমেরিকায় মৃত্যুমিছিল চলছেই। এরই মধ্যে কেঁপে উঠল মার্কিন মুলুক। যদিও রিখটার স্কেলের হিসেব বলছে মৃদু কম্পন। মাত্রা ২.৬। মার্কিনমুলুকের উটাহ-এর মাগনা এলাকায় এই কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানাচ্ছে সে দেশের সংবাদমাধ্যমগুলি। জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫ টা ৪ নাগাদ সল্টএয়ার থেকে ১.২ মাইল দূরে এই ভূমিকম্প হয়। মূলত ভূমিকম্পের মাত্রার ওপর নির্ভর করে ভূমিকম্পকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। ২ থেকে ৩.৯ মাত্রার ভূমিকম্পগুলি ছোটখাটো ভূমিকম্প, ৪ থেকে ৪.৯ ভূমিকম্পগুলি হালকা ভূমিকম্প ও ৫ এর উপরের ভূমিকম্পে তীব্রতা বেশি হয়।

৮৮ বছর বয়সে জীবনাবসান, প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ গুরদাস সিং বাদল

অমৃতসর, ১৫ মে (হি.স.): গুরদাস সিং বাদল, প্রাক্তন সাংসদ এবং পঞ্জাবের অর্থমন্ত্রীর বাবা প্রয়াত হয়েছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী মনপ্রীত সিং বাদলের বাবা গুরদাস সিং বাদল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের ভাই গুরদাস সিং বাদল। চিকিৎসাধীন ছিলেন মোহালির একটি হাসপাতালে। ১৯৭১ সালে ফজিলকা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন গুরদাস সিং বাদল। তার আগে ১৯৬৭-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন গুরদাস সিং বাদল। প্রাক্তন সাংসদ গুরদাস সিং বাদলের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। টুইট করে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং লিখেছেন, গুরদাস সিং বাদলের প্রয়াণে ব্যথিত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। পঞ্জাব কংগ্রেসও শোকপ্রকাশ করেছে। বাবার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী মনপ্রীত সিং বাদল।

মমতার সরকার আমাকে মারার ষড়যন্ত্র করছে, রাজ্যপালকে বিস্ফোরক চিঠি অর্জুন সিং এর

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.): মমতার সরকার ও তার পুলিশ মিলে আমাকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। এহেন বিস্ফোরক অভিযোগ করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে চিঠি দিলেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং ।তার ওই তিনটা চিঠিতে ব্যারাকপুরের পুলিশ যুগ্ম কমিশনার অজয় ঠাকুরের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন তিনি। এদিন রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে চিঠিতে অর্জুন সিং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জানান, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার অজয় ঠাকুর আমাকে ও আমার পরিবারকে হত্যার চেষ্টা করছে। গত ১৪ মে প্রায় ৩৫ জন সাগরেদকে নিয়ে সন্ধ্যে ৭.৩৯ নাগাদ তারা আমার অফিসে এসে রীতিমতো তাণ্ডব চালায়।' অর্জুনবাবু আরও লিখেছেন, 'তাদের দাবি ছিল আমার দাদা সঞ্জিৎ সিং এবং নিতু সিং কে অপরাধমূলক কাজের জন্য তারা নোটিশ পাঠাতে এসেছে। কিন্তু সেই নোটিশ লেখা হয় আমার অফিসে বসেই।'

এই প্রসঙ্গেই অর্জুন সিং প্রশ্ন তুলে লিখেছেন, 'কেউ নোটিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কেন লিখবে? নোটিশ তো পাঠিয়ে দিলেই হয়।' এই বিষয়ে রাজ্যের মাথা হিসেবে তিনি রাজ্যপাল জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সোমেনের

কলকাতা, ১৫ মে (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। লকডাউনের জেরেক বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পরিযায়ী শ্রমিকরা। শুক্রবার অন্ধ্র প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেনে মিত্রর। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ''সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধী আমাদের জানিয়েছেন। সমস্ত সহায়তা দেওয়া হোক পরিযায়ী শ্রমিকদের। যারা বাংলায় ফিরে আসতে চায়। এবং বাংলা থেকে অন্যান্য রাজ্যে যেতে চায়। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধ আরোপের জন্য অসুবিধা হচ্ছে। যাতে দ্রুততার সাথে নিরাময় করা যায় তার আবেদন ।আমি ইতিমধ্যেই ৪৩ হাজার মানুষের একটি লিস্ট রাজ্যের মুখ্য সচিব কে পাঠিয়েছি। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তৈরি সমস্ত মানুষের ফেরত আনতে এবং যাওয়ার ব্যাপারে যা ট্রেন ভাড়া হবে আমরা বহন করতে। আপনার থেকে এই বিষয়ে কোন রকম কোন সদর্থক উত্তর না পাওয়ায় আমরা খুব সমস্যায় পড়েছি। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি মাথাপিছু ৯০০ টাকা করে পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে ঘরে ফেরানোর জন্য নেওয়া হয়েছে। আপনি জানেন এই বিষয়ে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট দলগত বুকিংয়ের ক্ষেত্রে টিকিট বুকিং করা যাচ্ছে না। আমরা এ বিষয়ে অন্ধপ্রদেশের একটি চিঠির লিস্ট সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি। আমরা ১৪০০ লোকের খরচা বহন করতে রাজি তাদেরকে ঘরে ফেরানোর জন্য। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন বিজয়ওয়াড়া স্টেশন বা অন্ধপ্রদেশের অন্য যে কোন স্টেশন থেকে। কলকাতা, হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এসব যায়গার শ্রমিককে ফেরত আনতে ।একটা ট্রেনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ ।এবং প্রশাসনকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে রাজি করুন। বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিকরা অত্যন্ত গরীব এবং তারা আমাদের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মাঝেরহাট অঞ্চলের। ইতিমধ্যেই ছত্রিশগড় পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাসের ব্যবস্থা হয়েছে তাদের ঘরে ফেরাতে ।দয়াকরে ১৪০০ পরিযায়ী শ্রমিককে ঘরে ফিরতে অনুমতি দিন''।

তেলিনিপাড়ায় অত্যাচারী সংখ্যালঘুদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না, অভিযোগ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : করোনার এই পটভূমিতে সাম্প্রদায়িকতা না করতে জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করলেন বিজেপি-র অন্যতম জাতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

শুক্রবার তিনি বলেন, নিরুদ্দেশ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরে এলেন বিজেপির ডাকে। করোনার এই লড়াইয়ে লড়ুন। আড়াল থেকে নয় নেতৃত্ব দিন। আমচা-চামচাকে সামনে দিয়ে আড়াল থেকে নেতৃত্ব নয়। করোনার এই লড়াই কঠিন লড়াই। এর মধ্যে চিকিৎসা বিভ্রাট, রেশন বিভাগ, টেস্টিং বিভ্রাট চলছে। মৃতদেহ লুকোনো, সংক্রমণ বিভ্রাট, লকডাউন অমান্য, সামাজিক দূরত্ব ভঙ্গ করার ঘটনা ঘটছে।

রাহুলবাবুর অভিযোগ, এ রকম অবস্থাতেই হুগলির চন্দননগরে তেলিনিপাড়ায় দাঙ্গা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। চার দিন ধরে সরকার তা পাচ্ছে না। মন্দিরে বোমা মারা হচ্ছে। আগুন লাগানো হচ্ছে। ঘর জ্বালানো হচ্ছে, লুটতরাজ হচ্ছে। আজ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে সংখ্যালঘুদের বোমা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার স্থানীয় লোকেরা গা ঢাকা দিতে বাধ্য হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। যারা আগুন লাগাল, ভাঙচুর করছে, তাদের অর্থাৎ অত্যাচারী সংখ্যালঘুদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না। যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত তাদের গ্রেফতার করা চলছে।

রাহুলবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই করোনার এই পরিস্থিতিতে এরকম সাম্প্রদায়িক কাজ করবেন না। সংক্রমণ রোধের লক্ষ্যে খোলা চোখে কাজ করুন। নইলে বাংলার মানুষ এই অপরাধের জন্য আপনাদের ক্ষমা করবে না। এটা আমাদের বিশ্বাস।

প্রয়াত জনপ্রিয় কমেডি অভিনেতা মাইকেল মধু

বেঙ্গালুরু, ১৫ মে (হি. স.) : প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় অভিনেতা মাইকেল মধু। মাত্র ৫১ বছরে প্রয়াত হলেন অসামান্য প্রতিভাবান এই অভিনেতা। রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই অভিনেতা, এরপরই তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাঙ্গালোরের একটি হাসপাতালে। সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা গেছেন অভিনেতা। পরিবারে আছেন তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাইকেল মধুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শিবরাজকুমার অভিনীত ওম চলচ্চিত্র দিয়ে সিনেমায় প্রথম পদার্পণ করেন কন্নড় অভিনেতা মাইকেল। নিজের ১৫ বছরের অভিনয় জীবনে ৩০০-রও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে, এ, একে ৪৭, সূর্য বংশ, শি !, নীলামবাড়ি ইত্যাদি। শুক্রবার হাম্বালে ফিল্মসের ক্রিয়েটিভ এক্সিকিউটিভ প্রযোজক কার্তিক গৌদা অভিনেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, “রেস্ট অফ পিস মাইকেল মধু। আপনার অনেক কাজ এখনও দর্শকদের হাসির কারণ।” দীর্ঘদিন অভিনয় করে মানুষকে হাসিয়ে গেছেন তিনি। কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কেউই ভাবেননি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন তিনি।

পরিবারের লোকেরা ছাড়া দেশব্যাপী চালু লকডাউনের কারণে তাঁর শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারেননি কেউ। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত কন্নড় অভিনয় জগৎ।

কৃষিজীবী, পরিযায়ী এবং হকারদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা ধনকরের

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): কৃষিজীবী, পরিযায়ী এবং হকারদের কষ্ট লাঘব করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগের প্রশংসা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবার ধনকর টুইটে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ করেছেন তা প্রশংসনীয়। পিএম-কিষানের উপভোক্তা কৃষিজীবীগণ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২ লক্ষ কোটি টাকার রেয়াতি ঋণের সহায়তা পাবেন। হকাররা কার্যকরী মূলধনের জন্য শুরুতেই ১০ হাজার টাকা করে ঋণ পাবেন।

পরিজায়ীরা দুমাস বিনামূল্যে রেশন পাবেন: জনপ্রতি মাসিক ৫ কেজি করে শস্য এবং পরিবারপ্রতি ১ কেজি করে ছোলা পাবেন। পিএম-কিষাণ লাগু না করার ফলে রাজ্যের ৭০ লক্ষ কৃষিজীবীদের ইতিমধ্যেই সাত হাজার কোটি টাকার লোকসান হয়েছে, যদিও সারা দেশ জুড়ে কৃষিজীবীরা এর সুফল উপভোগ করছেন।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যপাল অনুরোধ করেন, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পিএম-কিষান লাগু করুন যাতে রাজ্যের ৭০ লক্ষ কৃষিজীবী কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তাঁদের প্রাপ্য রেয়াতি আর্থিক সহায়তার লাভ পেতে পারেন।

আনিসুজ্জামানের প্রয়াণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোক প্রকাশ

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামানের প্রয়াণে শুক্রবার শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বার্তায় লেখা হয়েছে, আনিসুজ্জামানের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করছি। তিনি গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের এই শরিক যুক্ত ছিলেন সেদেশের পরিকল্পনা কমিশন ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য হিসেবে। ঢাকা,চট্টগ্রাম, প্যারিস, নর্থ ক্যারলিনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল - মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, স্বরূপের সন্ধানে, কাল নিরবধি, আমার একাত্তর ইত্যাদি। একুশে পদক, পদ্মভূষণ,আনন্দ পুরস্কার সহ অজস্র সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে তাঁকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করে। তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হল। আমি আনিসুজ্জামানের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

কম ট্রেন চাইছে বাংলা

কলকাতা, ১৫ মে (হি স): লকডাউনের জেরে বিভিন্ন প্রান্তে আটকে রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকরা। আর তাই বৃহস্পতিবার টুইট করে ১০৫টি অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালাবে রাজ্য সরকার এমনটাই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় "কম ট্রেন চাইছে বাংলা" মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ আনেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। এই প্রসঙ্গে রাহুলবাবু আরও বলেন, " এই সরকার সর্বক্ষেত্রে চালাকি আর ধোকাবাজির আশ্রয় নিয়ে চলছে। গতকাল অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন অন্যান্য রাজ্যে অনেক বেশি ট্রেনের রিকুয়েস্ট দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র সাতটা ট্রেন চেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫ টি ট্রেন চাওয়ার গল্প হাজির করে দিলেন। আজ আমরা রেলমন্ত্রী টুইট থেকে জানতে পারলাম বাংলার এত শ্রমিক সারাদেশে আটকে রয়েছে। যেখানে রোজ ১০৫ টা ট্রেন বাংলার চাওয়া উচিত ছিল সেখানে ৩০ দিনে ১০৫ টা ট্রেন চেয়েছে।এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে চালাকি আর ধোকাবাজির আশ্রয় নিয়ে সরকার চলছে। পরিষ্কার ঘোষণা করে দিক পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কিছু করবে না।১০৫ টা ট্রেন ৩০ দিন মানে পরিযায়ী শ্রমিকদের আনতে কি অবস্থা হবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন সঙ্কটকালে সত্যির আঁধারে কাজ করুন। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা আটকে রয়েছে তাদের আনার জন্য যত বেশি ট্রেনের প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেল মন্ত্রকের কাছে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা অবিলম্বে রাজ্য সরকার করুক"।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৯৪৩৬৯২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৬৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৫৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৬৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শবরাষ্টী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৮৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৫৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৭৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৮৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তক ক্লাব :** ৭০০৫৫৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৫৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৩৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৪৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৮৯৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৬৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৩০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫ **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, ৫৫ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ৪,৪৮৯

জয়পুর, ১৫ মে (হি.স.): কমছে না বরং প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে! রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৫ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৫৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৮৯। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার রাজস্থানে নতুন করে ৫৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্ত ৫৫ জনের মধ্যে জয়পুরে ১১ জন, উদয়পুরে ৯ জন, কোটায় ২৯ জন এবং বারণ, ভরতপুর, দাউসা, দুঙ্গারপুর, ঝুনঝুনু ও কারাউলিতে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৮৯-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মহারাজ্যেও ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৬৪৬ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৮১৮ এবং মৃত্যু হয়েছে ১২৫ জনের।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ৫০ দিনের অনাহারের দায় কার, প্রশ্ন স্বরাজ ইন্ডিয়া-র

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : করোনা প্যাকেজের নানা পর্ব অন্তসারশূন্য বলে মন্তব্য করল 'স্বরাজ ইন্ডিয়া'। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কল্যাণ সেনগুপ্তর দাবি, অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা থেকে কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ধার পাওয়া, কিছু ঋণ পরিশোধের জন্য সামান্য বাড়তি সময় এবং সুদের হারে কিছু ছাড়ের সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেলনা এই প্যাকেজ থেকে। মোদি প্যাকেজ শূন্যর সঙ্গে শূন্য জুড়ে একটা সংখ্যা দেখানোর এবং দেশের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা। সংগঠনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মৃত্যু মিছিলের চাপে পড়ে দেরীতে হলেও সরকার কিছুটা বুঝেছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংকটের কথা। বুঝতে পেরেছেন দেশের প্রায় ৮ কোটি বিনা রেশন কার্ডধারী পরিযায়ী শ্রমিক অভুক্ত। তাদের রেশন দেওয়া দরকার। আজও লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ওপর সমস্ত আস্থা হারিয়ে জীবনের শেষ সম্বল নিয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছে। ছোট ছোট শিশুরা মায়ের কোলে, বাবার কাঁধে বা ঢাকা লাগানো সুটকেসের উপরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। এই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেশের রাজনৈতিক নেতারা দেখতে পাচ্ছেন না কারণ তাদের বিবেক মারা গেছে, মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে গেছে। সরকারি অবহেলার ফলে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর দায় নরেন্দ্র মোদীকেই নিতে হবে।

খালি হাতে ফিরতে হল দেশের অন্নদাতা কৃষককে। কৃষক না পেল লকডাউনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত আনাজ, ফল, সবজি ও দুধের ক্ষতিপূরণ। না ফসলের ন্যূনতম দাম না পাওয়ার জন্য কোন সমর্থন। না সার, বীজের দামে কোন সাবসিডি। ডিজেলের দামেও কোন ছাড় পাওয়া গেলনা। যে কৃষক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাঠের ফসল লকডাউনের জন্য পচে যেতে দেখেছে, যে কৃষক ধার দেনা করে চাষ করেছিল আর আজ সেই দেনার দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে বসে আছে, তাকে ভর্তুকি না দিয়ে অর্থমন্ত্রী ঋণের ব্যবস্থা করে দিলো! প্রশ্ন থেকেযায়- কৃষক আগের ঋণ মেটাবে কোথা থেকে যে নতুন ঋণের ব্যবস্থা আবার মাথায় নেবে? মোদিজী তার কৃষক বিরোধী ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখলেন।

'স্বরাজইন্ডিয়া'-র সর্ব-ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অতীক সাহা-র বক্তব্য, হাজার হাজার কোটি টাকার ফসলের লোকসানের ভর্তুকির বদলে কৃষকরা পেলেন ঋণের প্রতিশ্রুতি। স্বভাবগত ভাবে কৃষক বিরোধী কেন্দ্র কৃষকদের আরও একবার বঞ্চিত করল।

বিদেশ থেকে এ রাজ্যের বাসিন্দা ফিরিয়ে আনা নিয়ে নবান্ন থেকে টুইট

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের নিজের রাজ্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তৎপরতার অভাবের অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহলে। শুক্রবার এর প্রতিবাদে রাজ্যের তরফে টুইট করে জবাব দেওয়া হল।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের টুইটে আজ জানানো হয়, বিভিন্ন দেশে থাকা এ রাজ্যের বাসিন্দাদের ফিরিয়ে আনতে সরকার যা যা করণীয় তাই করছে। এর জন্য কোয়ারান্টাইন বরাদ্দ হয়েছে। আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাদি মেনেই সব কিছু হচ্ছে।

এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে দুটি চিঠি। এর একটি রাজ্যের মুখ্যসবিবের লেখা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লাকে লেখা চিঠি। তাতে এ ধরনের পর্যটকদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রটোকলের কথা লেখা। অপর চিঠি গত ১১ মে চিফ পাসপোর্ট অফিসার অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রাজ্যের মুখ্যসচিবের একটি চিঠি। তাতে প্রয়োজনে নোডাল অফিসার রাজেশ পান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তাঁর মেল এবং মোবাইল ফোননম্বরের উল্লেখ করা হয়েছে।

করোনা : বহিঃরাজ্য থেকে পাথারকান্দিতে আগতদের রাখা হবে একান্তবাসে, সাজানো হচ্ছে আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

পাথারকান্দি (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : বহিঃরাজ্য থেকে আগত ব্যক্তিদের সরাসরি বাড়িতে পাঠিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাই বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক এগিয়ে চলছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি জেলার বিধানসভা এলাকায় নির্মিত হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বা একান্তবাস কেন্দ্র। এরই সূত্র ধরে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতেও তৈরি হচ্ছে বেশ কয়েকটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যে পাথারকান্দির বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও কলেজ প্রধানদের কাছ থেকে করিমগঞ্জের জেলাশাসক নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগত রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। পাথারকান্দির সার্কেল প্রশাসন এলাকার মোট আটটি স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করে এগুলোর পরিকাঠামোগত দিক বিবেচনা করে করিমগঞ্জ জেলাশাসকের কাছে একটি তালিকা প্রেরণ করেছে। এই তালিকায় রয়েছে বৈঠাখাল আদর্শ বিদ্যালয়, বৈঠাখাল কজুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, সোনাখিরা স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ, পাথারকান্দি কলেজ, পাথারকান্দি বিএড কলেজ, সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল, সলগই হাইস্কুল ও পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল।

বিষয়টি নিয়ে পাথারকান্দির এসডিএমও ডা. প্রদীপ দে-কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, ইতিমধ্যে প্রশাসনিক তরফে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। দুটি পর্যায়ে এ সব কেন্দ্রকে গড়ে তোলা হবে। এগুলোতে প্রায় ৭০০ জনের ব্যবস্থা হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি চলছে। তবে কবে নাগাদ কতজন লোক বহিঃরাজ্য থেকে আসছেন এর সঠিক তথ্য তিনি প্রদানে এসডিএমও ড় দে। তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, বহিঃরাজ্য থেকে আগত ব্যক্তিদের প্রথমে বাড়িতে না পাঠিয়ে তাঁদেরকে ১৪ দিনের জন্য প্রশাসনিক তরফ থেকে হোম কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলোতে রাখা হবে। যেখানে তাঁদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্য সবধরনের সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। এতে কোনও ব্যক্তির শারীরিক অবনতি ঘটলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড-১৯ হাসপাতালে পাঠানো হবে।

বদলি বীরবিক্রম ও ডিএসপি সদর সূর্যকান্ত মরান

হাফলং (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে আইপিএস জয়ন্ত সিংকে। ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ এবং পরবর্তীতে খুনের সঙ্গে ডিমা হাসাওয়ের ডিএসপি সদর সূর্যকান্ত মরানের নাম জড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করেছে জেলার কয়েকটি প্রথমসারির সংগঠন। উত্তেজনার পারদ তর তর করে উঠেছে। ব্যাপক বিতর্কের মধ্যেই ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ এবং অভিযুক্ত ডিএসপি সদর সূর্যকান্ত মরানকে বদলি করা হয়েছে। ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈকে কারবি আংলং জেলায় অবস্থিত ২৩ নম্বর আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ায় ২১ নম্বর আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিএসপি করে পাঠানো হয়েছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

স্কুল হওয়ায় তাঁর সুযোগ নিচ্ছে চোরেরা। আসে পাশে কোন বাড়ি ঘর না থাকায় চোরেরা আরো সুযোগ নিচ্ছে। তদন্ত চলছে বলে জানান শ্রীনগর থানার ওসি। তবে দুই দিন স্কুলে চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

করোনা জয়ী পুলিশ আধিকারিককে স্বাগত বউবাজার থানার পুলিশের

কলকাতা, ১৫ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে কপালের ভাঁজ শহরবাসীর। প্রতিটা দিন যেন কাটছে আতঙ্কে তবে আতঙ্কের মাঝে খুশির খবর। করোনা যুদ্ধে জয়ী কলকাতা পুলিশের এক ইন্সপেক্টর। করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফেরায় শুক্রবার ওই পুলিশ আধিকারিককে স্বাগত বউবাজার থানার পুলিশের। টুইট করে সে কথা জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে চলছে লকডাউন। লকডাউনের জেরে গৃহবন্দী শহরতলী তবে গৃহবন্দীর শহরতলির যেন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু এরই মাঝে একাধিক থানায় থাবা বসিয়েছে করোনা। গার্ডেনরিচ থানা থেকে প্রগতি ময়দান থানা, বউ বাজার থানা একাধিক থানায় হানা দিয়েছে করোনা করোনা আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই বহু পুলিশকর্মী ভর্তি হাসপাতালে। তবে আতঙ্কের মাঝেই খুশির খবর। করোনাকে হারিয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরলেন কলকাতা পুলিশের ইন্সপেক্টর। আর তিনি ঘরে ফিরতেই সে পুলিশ ইন্সপেক্টর ও তার পরিবারের সদস্যদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বউবাজার থানার পুলিশ।

পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা স্পষ্ট করুন: সুজন

কলকাতা, ১৫ মে (হি স):বৃহস্পতিবার টুইট করে ১০৫টি অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালাবে রাজ্য সরকার এমনটাই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই শুক্রবার টুইট করে "কায়দাবাজি ঢের হল, পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা স্পষ্ট করুন মাননীয়া" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। এই প্রসঙ্গে টুইট করে সুজনবাবু লিখেছেন," সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এরাজ্যের। আর সবচেয়ে কম ট্রেন চাইছে বাংলা। সরকার তালিকা করেছে ১০৫ টা ট্রেনের, আগামী একমাস ধরে। কি হবে তাতে? এতদিন শ্রমিকগুলো খাবে কি, থাকবে কোথায়, বাঁচবে কিভাবে? তবে তো ফেরার প্রশ্ন। কায়দাবাজি ঢের হল, পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা স্পষ্ট করুন - মাননীয়া"।

ইউরোপের দেশ স্লোভেনিয়া

আটের পাতার পর তারিখে এই দেশে প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলেছিল। মের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত স্লোভেনিয়ায় দেড় হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ১০৩ জনের।

এদিকে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা মুক্ত স্লোভেনিয়া গড়ে তোলার জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার ও সমস্ত দেশবাসী এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। তাই এই সাফল্য মিলেছে। আজ ইউরোপের মধ্যে স্লোভেনিয়াই একমাত্র দেশ যে দেশ নিজেদের করনা মুক্ত বলে ঘোষণা করল।

প্রবেশ করবে বর্ষা

আটের পাতার পর সেখানে বর্ষার আগমন হয়েছিল। তবে চিমেতালের জন্য ৮ জুন কেরালায় বর্ষা প্রবেশ করেছিল।

ইতিমধ্যে মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, দেশে স্বাভাবিক বর্ষা হবে। অন্যদিকে, কলকাতায় ১১ জুন থেকে শুরু হবে বর্ষাকাল। থাকবে ১২ অক্টোবর অবধি। উত্তরবঙ্গে তার দিন চারেক আগেই ঢুকবে বর্ষাকাল। শিলিগুড়িতে আট ও জলপাইগুড়িতে সাত তারিখ বর্ষা প্রবেশ করবে, এমনই পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। দুটি জায়গাতেই ১২অক্টোবর অবধি বর্ষা থাকবে, অনুমান আবহাওয়াবিদদের।-

তহবিলে দান অব্যাহত

আটের পাতার পর এ ছাড়া অসহায় মোটর শ্রমিক, পত্রিকা হকার সহ অন্যান্য অংশের লোকজনদেরকেও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। যাবতীয় গাইডলাইন মেনে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে বলে স্পষ্টভাবে জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে যেভাবে অর্থ দানে এগিয়ে এসেছেন তাতে সন্তোষ ব্যক্ত করেছে রাজ্য সরকার। সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি, বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবী সহ অন্যান্য সংগঠনগুলিকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

চলছে কাজ : কাছাড়ের জেলাশাসক

আটের পাতার পর বিধানসভা এলাকা ভিত্তিতে সরকারি কোয়ারেন্টাইন বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। যে ব্যক্তি ফিরবেন তাঁকে তাঁর বিধানসভা এলাকায় গঠিত কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে। এর জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণেরও সাহায্য নেওয়া হবে বলে জানান কীর্তি জল্লি।

তিনি জানান, বর্তমানে কাছাড় জেলায় দুই হাজার মানুষকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ক্ষমতা রয়েছে, যা বাড়িয়ে ছয় হাজার পর্যন্ত করা হবে। লকডাউনের আবর্তে অনেক ব্যবসায়ী অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করেছেন, সেই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে জেলাশাসক জল্লি বলেন, জেলা প্রশাসন স্পেশাল ফ্লায়িং স্কোয়াড গঠিত করেছে। এই ফ্লাইং স্কোয়াড বিষয়গুলি তদারকি করবে এবং প্রত্যেক দোকানের সামনে মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কিনা তা যাচাই করবে তাঁরা। শিলচর শহরকে পরিচ্ছন্ন করে রাখতে এসএলআরএম চালু হবে। তবে তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে সুরক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন সচেষ্ট রয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করেন জেলাশাসক। বিশেষ করে রোগীর সঙ্গে যাঁরা আসছেন তাঁরা যদি মাস্ক পরিধান না করেন তবে ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হবে। লকডাউনকে যাতে সফল করা যায় তার জন্য প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে, জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক ঘোষণা কর্পোরেট হাউসের স্বার্থে দাবি এসইউসিআই-এর

আগরতলা, ১৫মে।। কর্পোরেটদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা জনবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছে এসইউসিআই। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দীপিত আর্থিক প্রতিশ্রুতি নিছক প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। এবং প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি কর্পোরেট হাউস, শিল্পমালিক ও বড় ব্যবসায়ীদের খুশী করবে। এই ঘোষণা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখাল যে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কোন শ্রেণীর সেবা করছে। এদিকে, রাজ্য সরকার টিমারিভ শুল্ক ১৫.৫ শতাংশ থেকে ১৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করায় টিএনজিসিএল গ্যাসের মূল্য প্রতি কেজি দুই টাকা এবং পিএনজি গ্যাসের মূল্য প্রতি ইউনিট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বর্ধিত হার ১২ মে থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করেছে। এসইউসিআই দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এই মূল্য বৃদ্ধির তীব্র বিরোধী করেছে।

তামিলনাড়ুতে একদিনে ৫০০-জন ক্রেতা মদ কিনতে পারবে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) : নিয়ম মেনে তামিলনাড়ুতে মদের দোকান খোলার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম নির্দেশে বলা হয়েছে একদিনে ৫০০-জন ক্রেতা মদ কিনতে পারবেন । আর এর জন্য দেওয়া হবে টোকেন। মদের দোকান খোলা থাকবে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। চেন্নাই এবং থিরুভাল্লুরের হটস্পটগুলিতে কোনও মদের দোকান খুলবে না। এছাড়া মাদ্রাজ হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, শুধু অনলাইনে মদ বিক্রি করা যাবে। কেউ মদ কিনতে চাইলে তাকে দেখাতে হবে আধার কার্ড। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার এই আদেশের ওপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে।মদ বিক্রি বন্ধ করার জন্য তামিলনাড়ুর এক ব্যক্তি হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মদ বিক্রি করা কোনও মৌলিক অধিকার নয়। আমি মদ বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ করতে বলছি না। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তামিলনাড়ু সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায় ৮ মে। সরকারের বক্তব্য ছিল, মদের দোকান বন্ধ থাকায় সরকারের রাজস্বের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। ওই মামলার শুনানিতেই এই নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

মোদির

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে বিল এবং মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এবং কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশনস।

কোভিড মোকাবিলায় বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "বিল গেটসের সঙ্গে কোভিড মোকাবিলা নিয়ে বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় আলোচনা হল। কোভিড রুখতে ভারত কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটাও উঠে আসে আলোচনায়। কোভিড ভ্যাকসিন তৈরির বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বিল গেটস ফাউন্ডেশনের ভূমিকা প্রশংসনীয়।"

ভিডিও কনফারেন্সে বিল গেটসকে প্রধানমন্ত্রী জানান, লকডাউন ও সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং খুব ভালভাবেই মেনে চলা সম্ভব হয়েছে। দেশের নানা জায়গায় খুব দ্রুততার সঙ্গে হয়েছে র‍্যাপিড টেস্টিং। করোনা আক্রান্তদের শনাক্ত করে চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়েছে। কোভিড মোকাবিলায় দেশের বেশ কিছু রাজ্যের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণ প্রায় নেই বললেই চলে। কিছু রাজ্যকে করোনা-মুক্ত বলে ঘোষণা করে দেওয়াও হয়েছে। সংক্রমণ রুখতে দেশের চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভ্যাকসিনের কথাও উঠে আসে আলোচনায়।

মাইক্রোসফট কর্তাকে মোদী জানান, সংক্রমণ ঠেকাতে দেশের ছয় সংস্থাকে ইতিমধ্যেই ভ্যাকসিন তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে। করোনা প্রতিরোধী ড্রাগ নিয়েও উচ্চমানের গবেষণা ও ক্লিনিকাল ট্রায়াল চলছে। দেশের সনাতন আয়ুর্বেদ নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে। তাছাড়া পরিচ্ছন্নতা, মাস্ক ও পিপিই-র ব্যবহার, করোনা মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে জরিমানা করা হয়। সদর মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান যে সকল ব্যক্তির কাছে একেবারেই মাস্ক নেই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মাস্ক।

তিনি আরো জানান করোনা ভাইরাসে প্রতিদিন দেশের বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের এখনো কোন ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছু নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারও একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহার। কিন্তু একাংশ মানুষ এখনও মাস্ক ব্যবহার না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছে। তবে আগের তুলনায় মানুষ সচেতন হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ দল

● প্রথম পাতার পর

ডা. ভূপেন বর্মন এবং শিলঙে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ রিজিওনাল অফিসের আঞ্চলিক অধিকর্তা ডা. এস ডি মজুমদার। ত্রিপুরায় অধিকাংশে করোনা আক্রান্ত বিএসএফ-এর জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্য। এক্ষেত্রে করোনা-র উৎস খুঁজে বের করতে পারেনি ত্রিপুরা সরকার এবং বিএসএফ। তাই, ত্রিপুরা সরকার এনসিডিসি-র কাছে করোনা-র উৎস খুঁজে বের করার অনুরোধ জানিয়েছিল। সে মোতাবেক স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার সেন্ট্রাল সার্ভেইলেন্স অফিসারকে করোনা আক্রান্তের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। মূলত, গোষ্ঠী সংক্রমণ ঠেকানোর লক্ষ্যেই ত্রিপুরায় সরকার চাইছে বিশেষজ্ঞ টিম করোনা-র উৎস খুঁজে বের করুক।

গতকাল তাঁরা প্রথমে জেলাশাসক কার্যালয়ে ধলাইয়ের জেলাশাসক ব্রহ্মজিৎ কৌরের সাথে বৈঠক করেছেন। এর পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা করেন তাঁরা। মাঝে বিএসএফ-এর সাথেও তাঁরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন। এর পর অনেক রাত পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সাথে তাঁরা ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন। রাত ১০টা নাগাদ তাঁরা আগরতলায় ফিরেছেন।

আজ সকালে সচিবালয়ে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্য দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে সচিবালয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁরা। এর পর এজিএমসি এবং জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে বিশেষজ্ঞ দলটি। টিমের এক সদস্য জানিয়েছেন, আজ অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সাথে আলোচনার পর এজিএমসি-র প্রিন্সিপাল এবং জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথেও তাঁরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেছেন। তাতে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকারের ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক বলে তাঁদের মনে হয়েছে। ধলাইতেও সমস্ত ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে, এখনও অনেক পর্যবেক্ষণ বাকি রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ দলের ওই সদস্য দাবি করেছেন।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার প্রশাসন এবং বিএসএফ-এর সাথে আলোচনা ছাড়াও কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল আজ এজিএমসি এবং শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাস পরিদর্শন করেছেন। আগামীকাল তাঁরা আগরতলা থেকে ধলাই যাবেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, কাল থেকে করোনা-র উৎসের খুঁজে সরেজমিনে অনুসন্ধান শুরু করবে ওই বিশেষজ্ঞ দল। অনুসন্ধান শেষে তাঁরা ত্রিপুরা সরকার-কে রিপোর্ট দেবে।

াঙ্গন

নিয়মের ঘেরাটোপে শুরু হচ্ছে বুন্ডেসলিগা

মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস, সামাজিক দুরত্ব রেখে চলার আহ্বান-প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিস্তার এড়াতে সারা বিশ্বের আজ একই চেহারা। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিয়মের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে মাঠে ফিরতে যাচ্ছে জার্মানির শীর্ষ ফুটবল লিগ বুন্ডেসলিগা।গত ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ রোগকে মহামারী ঘোষণা করা হয়। স্থগিতাদেশের আগে ওই দিন শেষ মাঠে গড়িয়েছিল বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখ-এফসি কোলন ম্যাচ। দীর্ঘ দুই মাস পাঁচ দিন পর শনিবার ফিরতে যাচ্ছে বুন্ডেসলিগা, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে যা প্রথম।যেখানে সবাইকে অতি সংক্রামক করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে ছয় ফুট সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে বলা হচ্ছে, সেখানে ফুটবল মাঠে ফিরলে ঝুঁকি নিশ্চিতভাবে বাড়বে। তারপরও দীর্ঘদিনের ঘরবন্দি জীবনে ফুটবলপাগল মানুষের জন্য বুন্ডেসলিগার ফেরা একটু হলেও স্বস্তি বয়ে আনতে পারে।টুর্নামেন্টের রেকর্ড ২৯ বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ বরাবরই ফেভারিট। গত সাত বছরে তাদের টানা শিরোপা জয়ে প্রতিযোগিতাটি হয়ে পড়েছে ভীষণ একপেশে। এবারে তিনটি দল চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে তাদের।৫৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় এবারও অবশ্য শীর্ষে তারা। তবে পাল্টে গেছে প্রেক্ষাপট। ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ড শিরোপাধারীদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। শিরোপা লড়াইয়ে আছে আরও দুটি দল; লাইপজিগ (৫০) ও বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখ (৪৯)।মৌসুমের শুরুর চিত্র বায়ার্নের জন্য ছিল বেশ খারাপ; প্রথম চার মাসে ১৪ রাউন্ডে চারটিতে হেরেছিল তারা, তিন ড্র। সাত জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে নেমে গিয়েছিল দলটি। ব্যর্থতার দায়ে চাকরি হারান তখনকার কোচ নিকো কোভাচ।হান্স ফ্লিকের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ায় বায়ার্ন। পরের ১১ রাউন্ডের ১০টিতে জিতে ও একটিতে ড্র করে তরতরিয়ে ওঠে শীর্ষে। তাদের এই অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রবের্ত লেভানদোভস্কির। মৌসুমের শুরু থেকেই অসাধারণ ফর্মে থাকা পোলিশ এই ফরোয়ার্ড এখন পর্যন্ত করেছেন ২৫ গোল। অবশ্য মাঝের এই সময়ে মনশেনগ্লাডবাখ ও লাইপজিগের খেই হারানোও বায়ার্নের চূড়ায় ফেরায় সাহায্য করেছে।তারপরও ফুটবলে শেষ বলে কিছু নেই। আর শিরোপা লড়াইয়ের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ধাপ শেষের কয়েক রাউন্ড। দীর্ঘ বিরতির পর নতুন রূপে শুরু হবে ফুটবল, সেখানে মৌসুম শুরুর ছন্দ ফিরে পেতে পারে লাইপজিগ ও মনশেনগ্লাডবাখ।দুটি নাম আলাদা করে না বললেই নয়, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও তরুণ ফরোয়ার্ড আর্লিং হলান্ড। বছরের শুরুতে প্রত্যাশার ডালি সাজিয়ে হলান্ড যোগ দেন ডর্টমুন্ডে। দুই মাসের কম সময়ে চেনান নিজের জাত; লিগে ৫০৯ মিনিট খেলে নরওয়ের এই তরুণের গোল ৯টি-প্রতি ৫৭ মিনিটে একটি করে! সব মিলে নতুন ঠিকানায় তার গোল ১২টি।ছন্দে আছেন দলটির আরেক তরুণ জেডন স্যানচোও। ১৯ বছর বয়সী হলান্ড ও ২০ বছর বয়সী স্যানচোর জমে ওঠা আক্রমণ জুটিতে যেন ছুটছে ডর্টমুন্ড। প্রথম ১৪ রাউন্ডে সাত জয় পাওয়া দলটি পরের ১১ ম্যাচে পায় আট জয়। জেগেছে সাত বছরের শিরোপা খরা ঘোচানোর সম্ভাবনা। সবশেষ ২০১২ সালে এই ডর্টমুন্ডের কাছেই শিরোপা হারিয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখ।সবকিছু মিলে হাড্ডাহাড্ডি শিরোপা লড়াইয়ের হাতছানিতে ফিরতে যাচ্ছে বুন্ডেসলিগা। কিন্তু, থাকছে বড় এক শূন্যতা; দর্শকদের চিৎকার, উল্লাস, হাততালি।স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নানা নিয়ম বেঁধে দিয়েছে দেশটির সরকার ও ফুটবল কর্তৃপক্ষ; যার অন্যতম, গ্যালারি থাকবে শূন্য। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, টিভি ক্রু, লিগ ও দুই ক্লাবের স্টাফ, বল বয়, সব মিলে ম্যাচ চলার সময় সর্বোচ্চ ৩০০ জন থাকতে পারবে স্টেডিয়ামে। পুরো স্টেডিয়ামকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে, প্রতিটি ভাগে সর্বোচ্চ ১০০ জন করে।প্রয়োজনীয় স্টাফের সংখ্যাও সর্বনিম্নে নামিয়ে আনা হবে। প্রতিটি ক্লাব একজন করে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে, যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো মানা হচ্ছে কি-না, দেখবে। অন্তত ১৬ বছর বয়সী চার জন বল বয় থাকবে, যারা কিছুক্ষণ পরপর জীবানুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করবে। প্রেস রুম ও মিক্সড জোন বন্ধ থাকবে, সংবাদ সম্মেলন হবে ভার্চুয়াল।প্রিয় সমর্থকদের সামনে খেলার অনুপ্রেরণা তো থাকছেই না, সঙ্গে এত সব নিয়মের বেড়াজাল। তাই অবধারিত প্রশ্নটি জোরেশোরে উচ্চকিত হচ্ছে-কঠিন এই পরিবেশে ফুটবল কি তার চেনা উচ্চতার ধারেকাছে যেতে পারবে? ছুঁতে পারবে ফুটবলপ্রেমীদের মন।অবশ্য কোভিড-১৯ মহামারীতে স্থবির হয়ে পড়া ফুটবলপাগলদের কাছে বুন্ডেসলিগার ফেরার খবর যে দারুণ এক সুখবর হয়ে এসেছে, তা নিশ্চিত।তবে স্বাস্থ্যঝুঁকির শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। দেশটির সরকার ও লিগ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যদিও বারবার বলা হচ্ছে, সবরকম নিয়ম মেনেই চলবে লিগ। কিন্তু, সামাজিক দুরত্ব যেখানে রাখতে বলা হয়েছে ৬ ফুট, সেখানে এতসব নিয়মেও কি পার পাওয়া যাবে?

অনুমতি পেলে আউটডোর প্র্যাকটিস শুরু করতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট দল

মুম্বই, ১৫ মে : অনুমতি পেলে আউটডোর প্র্যাকটিস শুরু করতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন বিসিসিআই কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধূমাল। তিনি জানিয়েছেন, শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটাররা জাতীয় লকডাউন চতুর্থ পর্যায়ে বিধিনিষেধ কমিয়ে আনলে ১৮ মে-এর পর আউটডোর প্রশিক্ষণ শুরু করতে পারেন।

করোনা ভাইরাসের কারণে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সারা দেশে চলছে লকডাউন। এর ফলে সমস্ত শীর্ষস্থানীয় অ্যাথলিটরা তাদের বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। লকডাউনের মধ্যে নিজেকে ফিট রাখতে বাড়িতে কিছুটা অনুশীলন করছেন। কিন্তু আউটডোর প্র্যাকটিস প্রায় দু' মাস বন্ধ। এই পধূমাল বলেন, বিসিসিআই ১৮ মে পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অনুকূল গাইডলাইন পেলে আমাদের খেলোয়াড়রা কীভাবে আউটডোর প্রশিক্ষণ শুরু করতে পারে তা দেখার জন্য রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। খেলোয়াড়রা যেহেতু ভ্রমণ করতে পারে না, তাই আমরা তাদের আবাসনের কাছের মাঠে দক্ষতা প্রশিক্ষণ (নেট সেশন) শুরু করতে পারি কিনা তা দেখার জন্য বিকল্পগুলির সন্ধান করছি। বিসিসিআই সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে। অর্থাৎ আমাদের পোস্ট-লকডাউন পর্বে খেলোয়াড়দের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।'

আশা করা যায় যে, স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে বাড়ির পাশে কোনও ব্যাটসম্যানের নেট সেশন করলে সেই প্লেয়ার ও তিনজন নেট বোলারকে নিয়ে তা করা যেতে পারে। বর্তমানে, প্রতিটি ভারতীয় খেলোয়াড় তাদের ট্রেনার নিক ওয়েবের কাছ থেকে কাস্টমাইজড ফিটনেস ড্রিল চার্ট অনুসরণ করছেন।

ধূমাল জানান, খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য একটি কাস্টমাইজড অ্যাপ রয়েছে যা বিসিসিআই তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সরবরাহ করেছে। তিনি বলেন, 'তারা অ্যাপটি তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করছে। সমস্ত সিনিয়র খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফরা এই অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। তবে কোষাধ্যক্ষ পরিষ্কার জানিয়ে দেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না-হলে বিসিসিআই কোনও শিবিরের আয়োজন করবে না। তিনি বলেন, আমাদের খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোনও শিবির হবে না।'-হিন্দুস্থান সমাচার

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে রিয়ালের সেই গোল রেফারির ভুলে!

গোলটি নিয়ে সে সময় আলোচনা হয়েছিল অনেক। চার বছর পর আবারও সেটি সামনে এলো। ২০১৬ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের প্রথম গোলটি সঠিক ছিল না বলে জানিয়েছেন সেই ম্যাচের রেফারি মার্ক ক্লাটেনবার্গ।মিলানের ওই ফাইনালে পঞ্চদশ মিনিটে সের্হিও রামোসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। টনি ক্রুসের ফ্রি-কিকে হেড করেন গ্যারেথ বেল, বল চলে যায় গোলমুখে। আলতো টোকায় গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন রামোস।প্রথমার্ধের বিরতির সময় রেফারি বুঝতে পারেন, রামোস অফসাইডে ছিলেন। সম্প্রতি ডেইলি মেইলে নিজের লেখা কলামে গোলটি নিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেন ইংলিশ রেফারি ক্লাটেনবার্গ।“ফাইনালে প্রথমার্ধে রিয়াল ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু গোলদাতা রামোস অল্পের জন্য অফসাইডে ছিল। বিরতির সময় আমরা এটি বুঝতে পারি। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন ছিল, আমার সহকারী মিস করেছিল।”দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আতলেতিকোকে একটি পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন পেপে। তবে রেফারির জবাবে নাকি চুপ হয়ে গিয়েছিলেন রিয়াল ডিফেন্ডার।“দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পেপে ফের্নান্দো তরেসকে ফাউল করায় আতলেতিকোকে পেনাল্টি দিয়েছিলাম আমি। পেপে রেগে গিয়ে আমাকে ইংরেজিতে বলেছিল, 'এটি কোনো অবস্থাতেই পেনাল্টি নয়, মার্ক।' তখন আমি তাকে বলেছিলাম, 'তাহলে তোমাদের প্রথম গোলটি দেওয়াও উচিত হয়নি।' এরপর সে চুপ হয়ে যায়।”

সেই পেনাল্টি থেকে যদিও গোল করতে পারেননি আঁতোয়ান গ্রিজমান। ফরাসি ফরোয়ার্ডের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। পরে ৭৯ মিনিটে ইয়ানিক কারাসকোর গোলে সমতায় ফেরে আতলেতিকো।১-১ সমতার পর অতিরিক্ত সময়েও স্কোরলাইনে পরিবর্তন আসেনি। পরে টাইব্রেকারে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা উৎসব করে রিয়াল।

বুন্ডেসলিগায় ৫ বদলি নামানোর অনুমতি

বুন্ডেসলিগার বাকি ম্যাচগুলোয় প্রতিটি দলকে ম্যাচে পাঁচ জন বদলি খেলোয়াড় নামানোর অনুমতি দিয়েছে জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল)। করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত থাকা ফুটবল মৌসুম আবার শুরু হলে ঠাসা সূচিতে বাড়তে পারে ফুটবলারদের চোট। সেই ভাবনায় আপাতত বদলি খেলোয়াড় তিন থেকে বাড়িয়ে পাঁচ জন করার ফিফার প্রস্তাব এই মাসের শুরুতে অনুমোদন দেয় ফুটবলের নিয়ম তৈরির সংগঠন আইএফএবি।যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার আয়োজকদের ওপর। বুন্ডেসলিগা প্রথম কোনো শীর্ষ লিগ হিসেবে এই নিয়ম কার্যকর করতে যাচ্ছে।ডিএফএলের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রথম দুই বিভাগে অবনমন থাকার কথাও জানানো হয়। মৌসুম শেষ করতে প্রয়োজনে ৩০ জুনের নির্ধারিত সময়ের পরেও খেলা চালানো হবে।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দুই মাসের বেশি স্থগিত থাকার পর ইউরোপের প্রথম শীর্ষ লিগ হিসেবে শনিবার মাঠে ফিরছে বুন্ডেসলিয়া। প্রতিযোগিতার বাকি সব ম্যাচ হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে।

এভাবে খেলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা সম্ভব নয়: মেসি

মৌসুমের শুরু থেকে চলছে বার্সেলোনার পারফরম্যান্সের ওঠানামা। দলের এমন ছন্দহীনতায় মোটেও সন্তুষ্ট নন লিওনেল মেসি। এভাবে খেললে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা সম্ভব নয় বলে মনে করেন কাতালান ক্লাবটির অধিনায়ক।এখন পর্যন্ত পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা বার্সেলোনা শেষবার শিরোপাটি জিতেছে ২০১৪-১৫ মৌসুমে। পরের চার আসরের তিনটিতেই কোয়ার্টার-ফাইনালে বাদ পড়ে দলটি, গতবার হেরে যায় সেমি-ফাইনাল।

করোনাভাইরাসের কারণে গত মার্চ থেকে স্থগিত থাকা এবারের আসরে চেনা রূপে দেখা যায়নি বার্সেলোনাকে। ছয় ম্যাচে চার জয় ও দুই ড্রয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্বে উঠলেও তাদের পারফরম্যান্স ছিল না আশানুরূপ।পরিস্থিতি শিথিল হলে আগামী অগাস্টে মাঠে ফেরার সম্ভাবনা আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের। তখন শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে নাপোলির মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। প্রথম পর্বে ইতালিয়ান দলটির মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছে তারা।সতীর্থদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট না হলেও দলের সামর্থ্যে পূর্ণ আস্থা আছে মেসির। তবে ইউরোপ সেরা হতে হলে আরও উন্নতি করতে হবে বলে স্পেনের দৈনিক ক্রীড়াপত্রিকা স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান বার্সেলোনা অধিনায়ক।“দলের সামর্থ্য নিয়ে আমার কখনও সংশয় ছিল না। কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা মৌসুমের বাকি সব কিছু জিততে সক্ষম। কিন্তু বিরতির আগে আমরা যেভাবে খেলেছি, সেভাবে খেলে সম্ভব নয়।”প্রধান কোচ কিকে সেতিয়েন মাঝে বলেছিলেন যে দলের পারফরম্যান্সে তিনি সন্তুষ্ট। কোচের সঙ্গে তিনি যে একমত নন, তা লুকানোর চেষ্টা করেননি মেসি।“সবার নিজস্ব মতামত আছে এবং তারা সবাই খুব সম্মানিত। আমার ভাবনা বাস্তব কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে। আমি খুব ভাগ্যবান যে প্রতিবছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলছি এবং আমি জানি, আমরা যেভাবে খেলছি এভাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা সম্ভব নয়। সম্ভবত সেতিয়েন ভুল বুঝতে পারেন।”

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যে কোভিড-১৯ জনিত লকডাউন আরোপের পর থেকে ব্যক্তিগত চিকিৎসা ক্লিনিক এবং ল্যাবরেটরিগুলি বন্ধ থাকার বিষয়টি ত্রিপুরা সরকারের নজরে আনা হয়েছে। তাই জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের চিকিৎসাকেন্দ্র তথা চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত ক্লিনিক এবং ল্যাবরেটরিগুলি খোলা রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা,
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-90/20

অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ টেস্ট সম্ভব নয়: সৌরভ

সিরিজে বাড়তি একটি টেস্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারত। বিসিসিআই প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, পাঁচ টেস্টের সিরিজ হলে সফরটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে।করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে কোয়ারেন্টিনের নানা নিয়মের কারণে কার্যত যা সম্ভব নয় বলে মনে করেন সৌরভ।বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে সাধারণত চারটি টেস্ট খেলে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। সিরিজটির জনপ্রিয়তার কারণে অস্ট্রেলিয়া আরেকটি টেস্ট যুক্ত করার কথা ভাবছে বলে কদিন আগে জানান ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস। তবে বাস্তবিক সব চিন্তা করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'মিড ডে'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তা সম্ভব নয় বলে জানান বিসিসিআই প্রধান।“আমার মনে হয় না, ভারতের পক্ষে পাঁচ টেস্ট খেলা সম্ভব হবে। সীমিত ওভারের ম্যাচও আছে। সঙ্গে আমাদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। এসব কিছু সফরটিকে লম্বা করবে।”ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী অবশ্য প্রস্তাব দেওয়ার সময়ই বলেছিলেন, এখনই হয়ত সম্ভব নয় এটি। তবে ভবিষ্যতে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের আশা দেখছেন তিনি।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA

PNIe-T-No:01/EE/DIV-I/AMC/2020-21 Dated :-14/05/2020

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on Behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites e-Tenders from enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied-suppliers/Authorized-Dealers of Tripura **PWD/TTAADC** in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of **MES, Railways, CPWD and other states PWD** in PWD form-7 (Seven) for the following works:-

Sl No.	Name of work	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Maintenance of Gas Furnace, Toilet block etc. of Battala Crematorium under AMC. **D.N.I.E.T No. 01/EE/DIV-I/AMC/2020-21**	Rs. 4,50,813/-	Rs. 4,508/-	60 (Sixty) Days.

1. Last date and time for document downloading/Bidding : 27-05-2020 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid : 27.05.2020 at 16.00 Hrs (if possible)

Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
NB: This detailed press notice & bid documents for the Work can be seen on website **https://tripuratenders.gov.in** at free of cost. But the bid can only be submitted after uploding the mandatory scanned documents as specified in this tender documents on the e-procurement website.

Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation.

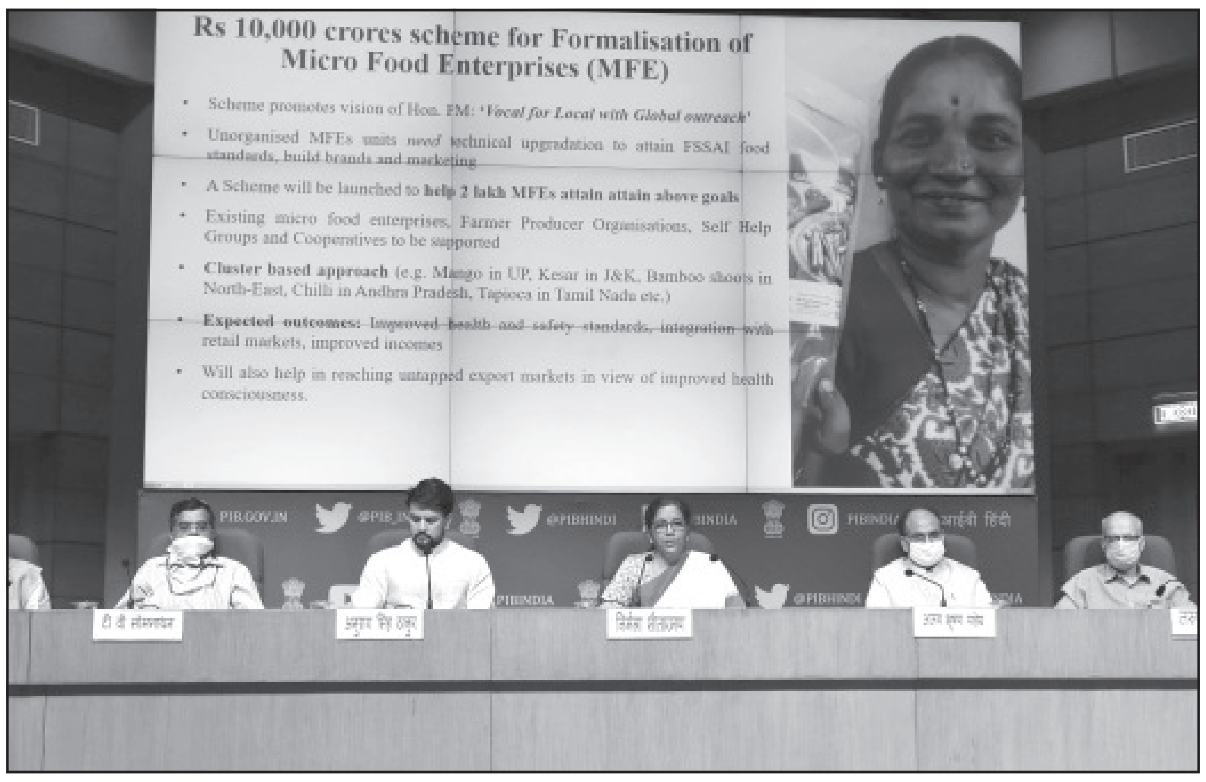

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারমন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ পিআইবি

রাজ্যে নতুন দিশা প্রকল্পের স্বার্থক রূপায়ণেই বুনিয়াদি স্তরে সাফল্যের হার বেড়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন দিশা প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের ফলেই বুনিয়াদি স্তরে বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের হার বেড়েছে। শুক্রবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জোর গলায় এই দাবি করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন তিনি ২০১৭ সালে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য এবং নতুন দিশা প্রকল্প চালু হওয়ার পর এ বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০১৭ সালে ন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে অনুসারে দেখা গেছে, রাজ্যের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত পড়ুয়াদের মধ্যে অঙ্কে ৬২ শতাংশ, বিজ্ঞানে ৫৯ শতাংশ, এসএসটি-তে ৬২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ওই শ্রেণিতে পড়ার উপযুক্ত ছিল না। অনুরূপভাবে প্রথম এডুকেশন ফাউন্ডেশন নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অ্যানুয়েল স্টেটাস এডুকেশন রিপোর্ট অনুসারে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত রাজ্যের সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী যোগ, বিয়োগ, ভাগ করতে পারত না। এমন-কি পাঠ্যবইও সঠিকভাবে পড়তে পারত না তারা, জানান তিনি।

তাঁর দাবি, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চারদিন সারা রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সমীক্ষা চালানো হয়। ওই সমীক্ষায় উঠে আসে, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ৬৯ শতাংশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ৪৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ওই শ্রেণিতে পড়ার উপযোগী নয়। তিনি বলেন, ওই সমীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন দিশা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষা দফতর বিভিন্ন সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। শুধু তা-ই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, সারা ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয়ভাবে একই রকম প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে অনুসারে সারা ত্রিপুরায় বিদ্যালয়গুলি লকডাউনের আগেই বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

এ বছর ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষায় সাফল্যের হার তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছাত্রছাত্রী ১ লক্ষ ৫০ হাজার ১৬৮ জন। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল। পাশ করেছে ৮৮ শতাংশ। অনুরূপভাবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৭১। এর মধ্যে পাশের হার ৯৮ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরা সরকার গুণগত শিক্ষার সাথে কখনও আপস করবে না। তাই বার্ষিক পরীক্ষায় যারা অনুপস্থিত ছিল বা বিভিন্ন বিষয়ে গড়ে ২৪ নম্বরের কম পেয়েছে তাদের জন্য পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ছাত্রছাত্রীদের এ বছরের এই সাফল্যের পেছনে শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। নতুন দিশা প্রকল্পের অন্তর্গত সাধনা-প্রেরণা কর্মসূচির সার্থক বাস্তবায়নে তিনি শিক্ষক সমাজকে অভিনন্দিত করেছেন।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২,৬৪৯ জন আক্রান্ত ৮২ হাজার ছুঁইছুঁই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): ভারতে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও হু হু করে বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা নতুন নতুন রেকর্ড গড়েছে। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬৪৯ এবং সংক্রমিত ৮১,৯৭০ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২৭,৯২০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৬৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০০ জনের। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,৯৭০ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৫১,৪০১)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬৪৯। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৭,৯২০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২,৬৪৯ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে দু''জনের, বিহারে ৭ জনের, চন্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ১১৫ জনের, গুজরাটে ৫৮৬ জনের, হরিয়ানায় ১১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৩৭ জন, মহারাষ্ট্রে ১০১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৩ জনের, পুদুচেরি একজন, পঞ্জাবে ৩২ জন, রাজস্থানে ১২৫ জনের, তামিলনাড়ুতে ৬৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৪ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ৮৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি এখনও সবচেয়ে শোচনীয়। মহারাষ্ট্রে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৭,৫২৪, দিল্লিতে ৮৪৭০, তামিলনাড়ুতে ৯৬৭৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ২২০৫ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৮৭ জন, বিহারে ৯৯৪ জন, চন্ডীগড়ে ১৯১ জন, ছত্তিশগড়ে ৬০ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ১৪ জন (সুস্থ ৭ জন), গুজরাটে ৯৫৯১ জন, হরিয়ানায় ৮১৮ জন, হিমাচল প্রদেশে ৭৪ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৯৮৩ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৯৭ জন, কেরলে ৫৬০, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৯৮৭ জন, লাদাখে ৪৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৪৪২৬ জন, মণিপুরে ৩ জন (দু''জন সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৬১১ জন, পুদুচেরিতে ১৩ জন, পঞ্জাবে ১৯৩৫ জন, রাজস্থানে ৪৫৩৪ জন, তেলেঙ্গানায় ১৪১৪ জন, ত্রিপুরায় ১৫৬ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৯০২ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৩৭৭ জন।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার সকালেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে শিক্ষার্থী মন্ত্রীর হাতে বেশ কয়েকজন তুলে দিয়েছেন। গত ১২ মে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১৬কোটি তিন লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। অবশ্য ত্রাণ তহবিলে জমা পড়ার টাকা আরো অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা পড়েনি। অনেকেই বিধায়ক মন্ত্রী এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে চেক জমা দিয়েছেন।

সেগুলি এখনও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা পড়েনি। সবগুলি চেক জমা পড়লে টাকার পরিমান আরো অনেক বেড়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা পড়া টাকার মধ্যে এখনো পর্যন্ত ৬কোটি ৫১লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে শিক্ষামন্ত্রী বাসভবনে এ উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন শিক্ষা মন্ত্রী। তিনি জানান এতদিন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের টাকা খরচ করার সুনির্দিষ্ট কোন গাইডলাইন ছিলনা। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের টাকা খরচ করার জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করেছে। সেই গাইডলাইন অনুসারে ত্রান তহবিলের টাকা যথাযথভাবে খরচ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তথ্য দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, বহিরাজ্যে আটকে পড়া ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রী সহ সকল অংশের জনগণকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য রেল ভাড়ার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে খরচ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বহির রাজ্যের যেসব শ্রমিক এই রাজ্যে আটকে পড়েছেন তাদেরকে নিজ নিজ রাজ্যে ফেরত পাঠানোর জন্য রেলভাড়ার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেই খরচ করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার ৯২হাজার উপজাতি পরিবারকে ৫০০ টাকা করে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে অর্থ দান করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

নিজেদের করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করল ইউরোপের দেশ স্লোভেনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) : ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে নিজেদের করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করল স্লোভেনিয়া। শুক্রবার সকালে মধ্য ইউরোপের এই দেশ নিজেদের করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করে।

স্লোভেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জেনেজ জানস বলেন, আমরা দুমাস ধরে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। শেষ পর্যন্ত আমরা করোনাকে কাবু করতে পেরেছি। এখন আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, স্লোভেনিয়া করোনা মুক্ত দেশ। ইউরোপের প্রথম করোনা মুক্ত দেশ হল স্লোভেনিয়া। গত দুই সপ্তাহে আমাদের দেশে নতুন করে মাত্র ৩৫ জন সংক্রামিত হয়েছেন। শেষ ৭দিনে প্রতিদিন ৬ জনেরও কম মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। সে কারণেই আমরা স্লোভেনিয়াকে করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সরকার সব ধরনের চেষ্টা চালিয়েছে। সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে দেশের সাধারণ মানুষ। সে কারণে আমরা আজ করোনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছি।

উল্লেখ্য স্লোভেনিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ২০ লাখ। মার্চ মাসের ৪

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের কাছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের আবেদন মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রীর

মুম্বই, ১৫ মে (হি.স.) : লকডাউনের কারণে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রের কাছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার দাবিও জানালেন মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী সুভাষ দেশাই। তিনি বলেছেন, লকডাউনের কারণে রাজ্যের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে কেন্দ্রের আর্থিক প্যাকেজে আমাদের বড় ভরসা। এদিন পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়েও মুখ খুলেছেন মন্ত্রী। তিনি বলেছেন, লকডাউন মিটে গেলে রাজ্যে একটি এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো খোলা হবে। যার মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত কলকারখানায় বা সংস্থায় কর্মী নিয়োগ করা হবে। দক্ষ অদক্ষ ও মাঝারি মানের দক্ষ সকলেই এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরোয় নাম লেখাতে পারবেন। এখান থেকেই চাহিদামত বিভিন্ন সংস্থায় চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

এই মুহূর্তে রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনরায় চাঙ্গা করতে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন মন্ত্রী। শিল্পমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের রাজ্যে ৪০ হাজার হেক্টর জমি আছে। আমরা যে কোনও শিল্পকে মহারাষ্ট্রে স্বাগত জানাই। এখানে শ্রমিক, বিদ্যুৎ, কাঁচামাল কোনও কিছুরই অভাব নেই। আমরা চাই, যে কোন বড় সংস্থা আমাদের রাজ্যে আসুক এবং বিনিয়োগ করুক।

দৃষ্টিহীন কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হোমগার্ড কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। উত্তর কদমতলা থানা এলাকার কদমতলা ৩ নং ওয়ার্ডে দৃষ্টিহীন এক বালিকাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর নাম দিলীপ দাস। পকসো আইনে মামলা গ্রহণ করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পুলিশ কর্মী দিলীপ দাস গত ৩/৪বছর ধরেই ওই দৃষ্টিহীন বালিকার বাড়িতে আসা যাওয়া করত। বাড়িতে আসা যাওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নাবালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে ওই পুলিশকর্মী। এসব বিষয় কাউকে জানালে প্রাণহানি করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিহীন বালিকাটি বিষয়টি পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীদের জানায় এ ব্যাপারে কদমতলা থানায় অভিযুক্ত দিলীপ দাস এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদমতলা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে দৃষ্টিহীন বালিকাকে ধর্ষণ এর ঘটনায় জড়িত পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মহারাষ্ট্রের একাধিক শহরে বাড়ছে লকডাউনের মেয়াদ

মুম্বই, ১৫ মে (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের একাধিক শহরে বাড়ছে লকডাউনের মেয়াদ। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী সুভাষ দেশাই। তিনি বলেন, রাজ্যে একাধিক শহরের লকডাউনের মেয়াদ ৩১ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। কারণ সবার আগে মানুষের জীবন। মানুষের জীবনকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গোটা দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক। সে কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একাধিক শহরে লকডাউন ৩১মে পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্যের শিল্প মন্ত্রী সুভাষ দেশাই এদিন বলেন, মুম্বই, পুণে, শোলাপুর,ঔরঙ্গাবাদ, থানে মালেগাঁও-সহ একাধিক বড় শহরে ৩১ মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়বে।

আংশিক চালু হতে পারে দিল্লি মেট্রো

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) : তৃতীয় দফার লকডাউন শেষে আংশিক চালু হতে পারে দিল্লি মেট্রো। শুক্রবার দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন বা ডিএমআরসি এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বলে খবর। সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে কয়েকটি স্টেশনের মাঝে ছুটবে দিল্লি মেট্রো।

প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, চতুর্থ দফার লকডাউন অন্য রকম হবে। আর তাই আগামী ১৮ মে থেকে দেশে শুরু হতে চলা চতুর্থ দফার লকডাউনের মাঝেই পরিষেবা শুরু হতে পারে দিল্লি মেট্রোতে। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন বা ডিএমআরসি এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর। সেক্ষেত্রে এই পরিষেবা ফের শুরু করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুমতি লাগবে ডিএমআরসি''র। ইতিমধ্যেই অবশ্য ৩০ জুন পর্যন্ত শ্রমিক স্পেশাল ও ১৫ জোড়া স্পেশাল ট্রেন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত যাত্রী ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল মন্ত্রক।

উল্লেখ্য, গত ২২ মার্চ অর্থাৎ জনতা কারফিউ এর দিন থেকেই দিল্লিতে বন্ধ রয়েছে মেট্রো পরিষেবা।

নির্ধারিত সময়ের চারদিন পর কেরালায় সময়ে প্রবেশ করবে বর্ষা

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) : কেরালায় সময়ে প্রবেশ করছে না বর্ষা। শুক্রবার মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের চারদিন পর অর্থাৎ ৫ জুন কেরালায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আসবে।

নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ১ জুন কেরালায় বর্ষার আগমন হয়। তবে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে বর্ষা আগমনের নির্ঘণ্ট পরিবর্তন নিয়ে অনেকদিন আলোচনার পর গত এপ্রিলে সেই সময়সূচি বদল করা হয়। আগের নির্ঘণ্ট ধরে যদিও শুক্রবার মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, কেরালায় আগমনের যে স্বাভাবিক দিন, তার থেকে কিছুটা দেরিতে ঢুকবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। মোটামুটি নির্ধারিত সময়ের চারদিন পর অর্থাৎ ৫ জুন কেরালা উপকূলে প্রবেশ করবে তা।

তবে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে নির্ধারিত সময়ের ছ''দিন আগে ১৬ মে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঢুকবে। গত বছরও নির্ঘণ্টের দু''দিন আগেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা-মোকাবিলা করাই প্রশাসনের প্রধান কাজ সে অনুযায়ী চলছে কাজ : কাছাড়ের জেলাশাসক

শিলচর (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং সুষ্ঠু ভাবে একে সামাল দেওয়াই হচ্ছে প্রশাসনের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে কোনও ঢিলেমি যাতে না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট জেলা প্রশাসন। দাবি কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির।

কাছাড়ের জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বসে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন কীর্তি জল্লি। তিনি বলেন, জেলার অন্যান্য সমস্যাগুলো আগামীতে দেখা হবে, এখন সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে করোনাকে। কী ভাবে এই জটিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হবে এটাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়।

বর্তমানে কাছাড় জেলায় বাইরে থেকে যাঁরা ফিরছেন তাঁরা ট্রেনে করে আসা শুরু করছেন। ট্রেন যাত্রীদের জন্য আলাদা এসওপি রয়েছে। উত্তরপূর্বের বাইরে থেকে যে সকল যাত্রী আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের সোয়াব টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের সরকারি কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে গর্ভবতী মহিলা, দিব্যাঙ্গ, শিশু এবং বৃদ্ধদের সরকারি কোয়ারেন্টাইনে না রেখে নিজেদের বাড়িতে কনটেইনমেন্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রটোকলকে মেনেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। আগতদের পাঠানোর পর তাদের ঘরকে কনটেইনমেন্ট ঘোষণা করা হবে। তাদের হাতে সিল লাগিয়ে দেওয়া হবে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন তাদের কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সব টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ না আসে ততক্ষণ তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বাড়ি থেকে বেরোনোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে, জানান জেলাশাসক। আরও জানান, তাঁদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সরকারের তরফে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। লকডাউনে যাঁরা আটকে পড়েছিলেন তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা সমগ্র দেশেই চলছে। তবে তাঁদের মাধ্যমে যাতে করোনা ছড়াতে না পারে এর জন্য পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে কোয়ারেন্টাইনে কিছুদিন রাখার ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার। সরকারি কোয়ারেন্টাইনে রাখা মানেই করোনা আক্রান্ত নন, আক্রান্ত ব্যক্তিদের আইসোলেশনে রাখা হয়। এই কথা সকলকে বুঝতে আবেদন রাখেন তিনি। আগামীতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এবার কৃষি, মৎস ও পশুপালনের উন্নতিতে ১ লক্ষ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষিত 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানে শুক্রবার তৃতীয় অংশের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ২০ লক্ষ কোটি টাকার "আত্মনির্ভর ভারত অভিযান" প্রকল্পে এবার কৃষি, মৎস চাষ ও পশুপালনের জন্য একাধিক নয়া ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন তিনি এই তিনি ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য মোট ১১ দফা ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে অন্যতম হল কৃষি ও কৃষি পরিকাঠামোর উন্নতিতে ১ লক্ষ কোটি টাকার নয়া প্যাকেজ ও খাদ্য পণ্য বিক্রির জন্য নয়া আইন আনার ঘোষণা।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে গোটা দেশ যে আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে তা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার নাম দেওয়া হয়েছে আত্মনির্ভর ভারত যোজনা। তিনি জানিয়েছিলেন, ধাপে ধাপে এই ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজের উপাদানগুলি ঘোষণা করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সেইমত গত বুধবার প্রথম দফায় ঘোষণা করেছিলেন নির্মলা। সেদিন মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি পরিযায়ী শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। আজকের ঘোষণারও মুখ্য বিষয় হল: কৃষি। সেই সঙ্গে প্রাশসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপও ঘোষণা করা হয়।

শুক্রবার তৃতীয় অংশের ঘোষণায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণা করে জানান, এই অর্থ দিয়ে কোল্ড স্টোর, সাপ্লাই চেইন পরিকাঠামো ইত্যাদি এই তৈরি করা হবে। কৃষি সমবায় বা সেই ধরনের সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। ২ লক্ষ ছোট খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা এর ফলে উপকৃত হবে।

তবে কোনও একটি শিল্প সংস্থাকে আলাদা করে অর্থ দেওয়া হবে না। এ ধরনের শিল্প তালুককে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। ৫৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আশা করা হচ্ছে এর ফলে মৎস্য সংক্রান্ত রফতানির অঙ্ক বেড়ে ১ লক্ষ কোটি টাকা হবে। প্রকল্প খাতে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার নৌকো দেওয়া হবে, মৎস্য বন্দর গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে তাঁদের বিমার ব্যবস্থাও করা হবে। তা ছাড়া বছরের অনেকটা সময় প্রাকৃতিক কারণে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে যেতে পারেন না। সেই সময়েও তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। পশুপালনের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হল পশুদের ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ। সেই কারণে বিপণনের ক্ষেত্রেও চাষীরা সমস্যা পড়ছেন। তাই ১৩ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকা খরচ করে ৫৩ কোটি পশু অর্থাৎ গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়াকে ১০০ শতাংশ টিকা দেওয়া হবে। এতে দুধ উৎপাদন বাড়বে। রফতানি বাজারও অটুট থাকবে।

ডেয়ারি শিল্পে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়া হবে। এমনকি এক্ষেত্রে আধুনিক শিল্প কারখানা স্থাপনেও উৎসাহ দেওয়া হবে। যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ মানের ডেয়ারি প্রোডাক্ট বিদেশে রফতানি করা যেতে পারে।

ভেষজ চাষের জন্য চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। ২.২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভেষজ উদ্ভিদ চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে।

গঙ্গার দু'ধারে ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদনে জোর দেওয়া হবে। গঙ্গার দু'ধারে এরকম ৮০০ হেক্টর জমি চিহ্নিত করা হবে।

মৌমাছি চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে। এই পদক্ষেপ গ্রামে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

লকডাউনের জন্য কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেনে ক্ষতি হয়েছে। আলু, পেঁয়াজ, টমেটো চাষিদের ক্ষতি হয়েছে। কারণ প্রচুর কৃষিপণ্য পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় চাষীদের কৃষি পণ্যের পরিবহণের জন্য ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হবে। আর ৫০ শতাংশ ভর্তুকি কোল্ড স্টোরেজে মজুত করার জন্য দেওয়া হবে। মোট ৫০০ কোটি টাকা এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।